অঞ্জলি

গীতি-কাব্য

সাহাগঞ্জ কাহিনী, সতীর স্বয়ম্বর, যোগানন্দ, দিবোদাস, কবিতাকুঞ্জ,
মূত্রতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা, আয়ুর্ব্বেদ কলেজের অধ্যাপক,
হ্যানিম্যান কলেজের প্রফেসর,
গভর্ণমেণ্ট-মেডিকেল-ডিপ্লোমা-প্রাপ্ত
বৈদ্যাচার্য্য কবিরাজ শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়, এম্-বি
(**Gold Medlaist**—*Homœopath*)
কাব্যতীর্থ, ব্যাকরণতীর্থ, বিদ্যাবিনোদ, সামাধ্যায়ী
কর্ত্তৃক বিরচিত।

2

মূল্য আট আনা

প্রকাশক—
শ্রীতারাপদ রায়,
ম্যানেজার, ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ ভবন,
৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীট্,
কলিকাতা।

শারদীয় পূর্ণিমা,
১৩৩০

প্রিণ্টার—
শ্রীফণীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়,
কামিনী প্রেস,
৩।১ নং রামচাঁদ নন্দির লেন,
কলিকাতা

উৎসর্গ পত্র।

পিতৃদেব



কবিরাজ শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রকালী রায়
কবিরত্ন ধন্বন্তরি।

যে জনকের আত্মা হ'তে জন্ম লভি পৃথ্বী তলে।
লাভ করি যাঁর কাব্য-কণা ষোড়শ বরষ বয়স কালে॥
যাঁরে স্বর্গ, ধর্ম্ম, কর্ম্ম, সব দেবতার সার বলি।
তাঁর চরণে সমর্পিণু পাঁচফুলের এই "অঞ্জলি"॥

সেবক—
শ্রীসিদ্ধেশ্বর রায়।

নিবেদন।

এই কাব্যখানির অধিকাংশ কবিতা গ্রন্থ-কারের ষোড়শ বৎসর বয়সে লিখিত এবং "মন্দার মালা" "ধন্বন্তরি" "আয়ুর্ব্বেদ" ও "বাণী" প্রভৃতি মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল, সেই সময় ইহার এক একটী কবিতা অনেক কাব্য-রসিক কর্ত্তৃক সমালোচিত হইত। সেই সকল মাসিক পত্রিকা হইতে সংগ্রহ করিয়া এবং নূতন কবিতা কতকগুলি সন্নিবিষ্ট করতঃ গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইল। মাসিক পত্রিকায় প্রকাশিত সমালোচনা গুলিতে এক একটী কবিতার ৬৮ প্রকার বিভিন্নার্থক ব্যাখ্যা, বিভিন্ন কাব্যরসিক কর্ত্তৃক লিখিত হইয়াছিল, সে গুলি বাহুল্য ভয়ে প্রকাশিত হইল না। ইতি—

প্রকাশক।

সূচী-পত্র

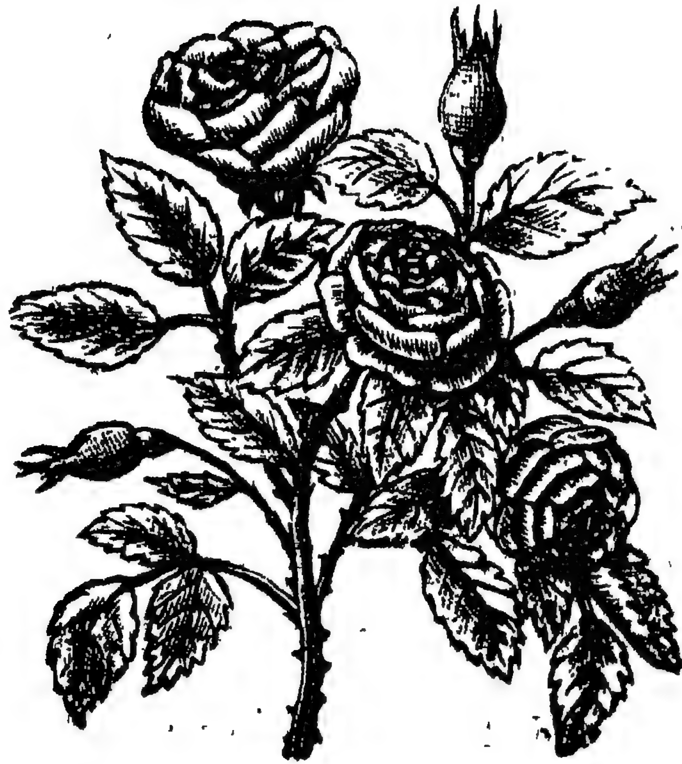
অঞ্জলি

প্রার্থনা

আমি—চাহিনা তোমার সিদ্ধি মুক্তি চাহিনা'ক তব বর।
আমি—জানিনা'ক প্রভু কৃষ্ণ বিষ্ণু জানিনা'ক হরি হর॥
নাহিক হৃদয়ে ভেদাভেদ মম নাহিক আপন পর।
আমি—অসীমে সসীম করেছি ভুবন করেছি বিজন ঘর
বুঝিনা ধরার স্নেহ ভালবাসা বুঝিনাক দু'খ সুখ।
আমি—ধরেছি তোমার করুণার ধারা ধরেছি পাতিয়া বুক॥
ঝরিছে অমিয় অবিরল ধারে ঝরিছে করুণা রাশি।
আমি—তোমার নামেতে তোমার গানেতে ভাবের সাগরে ভাসি॥
ত্রিকুটী হইতে উঠিছে সতত মধুর মুরলী তান।
আমি—যতনে ধরিয়ে গেঁথেছি হৃদয়ে মিলায়ে মধুর মান॥
মুরলী সুতান শুনিয়া পরাণ আকুল হইয়া ছুটে।
আমার—মনের প্রবল প্রবাহ সকল ভাসিয়া আসিয়া টুটে॥

অঞ্জলি

দীন ভাবে আছি দীন ভাবে যা'ব শেষের সে দিনে চ'লে।
আমি—লইব শরণ তোমার চরণ দীন দয়াময় ব'লে ॥
মায়ার মায়ায় জড়িত ধরায় নহেক আমার গেহ।
মিলি—ক্ষিতি-অপ্-তেজে-মরুত-আকাশে নহেক আমার দেহ ॥
বিদেশ হইতে বিদেশে আসিয়া বিদেশী হয়েছি আমি।
আমার—অবনী আবাস নহেক নিবাস সুদূর প্রবাস ভূমি ॥
কঠোর কুলিশ সমান প্রবাসে সারাটী জীবন থাকি।
তুমি—ভিষক্-কবির পূরাও বাসনা ত্রিদিব নিলয়ে রাখি ॥



ত্রিসন্ধ্যা

প্রভাতে—

পুলকে পূরিত আকুল পরাণ
শরীর সমীরে শিহরে।
প্রভাত দরশে কোকিল হরষে
মধুর সুতান বিতরে॥
সির্ সির্ করি ঝরিছে শিশির
লতায় পাতায় কুসুমে।
শোভে কিসলয়ে নব তৃণদলে
মুকুতা মতন কাননে॥
গত বিভাবরী নিভে নিশাকর
ভাতে দিবাকর পূরবে।
সুনীল-সলীলে উথলি কিরণ
উজান বহিছে নীরবে॥
ধবল-তুষার-জড়িত-পাহাড়
শোভিছে বিবিধ বরণে।
কুরঙ্গ ধাইছে বিহঙ্গ গাহিছে
হেরিয়া নবীন তপনে॥

কমল ফুটিল সরসী শোভিল
রসাল-মুকুল বিকাশে।
মধুপ জুটিল মধুটী লুটিল
গাহিল মনের হরষে॥
লইয়া গাগরী ধাইছে নাগরী
ভরিতে যমুনা-জীবনে।
প্রকৃতি সুন্দরী মধুর মাধুবী
ছড়ায় অখিল ভুবনে॥

মধ্যাহ্নে—

বিদায় লয়েছে প্রাভাতিক শোভা
কালের কবলে পড়িয়া।
তীক্ষ্ণ তপন বিরাজে গগনে
ভীষণ আতপ ধরিয়া॥
তাপিত অবনী আকুল পরাণী
স্বনিছে মরুত কাতরে।
শুকায়ে কুসুম ঝর্ ঝর্ করি
ঝরিছে কাতারে কাতারে॥
নীরব নিথর ধরণী মাঝার
ধরিয়া শোকের মূরতি।
মলিন-নি'তেজ তরু-লতা-পাতা
শুকায় কোমল ব্রততী॥

তরুর তলায় পাতার ছায়ায়
গো-ধেনু-বিহগ নীরব।
গিরি-মরু-নদী সরসী সাগরে
উজলে দহন বাড়ব॥

প্রদোষে—

সন্ধ্যা-সতী উঠ্‌ল ফুটে,
তীক্ষ্ণ তপন প'ড়ল পাটে,
রশ্মি ডু'ব্‌ল সাগর তটে,
অবনী আঁধারে আবরি'।

স্নিগ্ধ বাতাস বইল ধীরে;
মন্দ-মৃদুল কুসুম-শিরে,
মুগ্ধ-পরাগ প'ড়্‌ল ঝরে,
ধরায় লুটায় মাধুরী॥

পুষ্প-কোরক ফু'ট্‌ল নব,
গুচ্ছ সকল নূতন রাগ,
গন্ধ ছড়ায় আকুল ভব,
মধুর সুরভি সেবিয়া॥

চন্দ্র উদিত আকাশ মাঝে,
সুপ্ত তারকা অতুল রা'জে,
গুঞ্জে ভ্রমর কানন মাঝে,
ফুলের মধুটি লুটিয়া।

অঞ্জলি

পদ্মমুদিত সরসী-নীরে,
বদ্ধ মধুপ মধুর তরে,
মুক্ত কুমুদ সলিলে ধীরে,
চাঁদের জোছনা মাখিয়া।
ধন্য সকল সৃজন যাঁর,
ভক্তি-হৃদয়ে চরণে তাঁর,
ত্যক্ত করিনু জীবন ভার,
তাঁহার মহিমা হেরিয়া॥

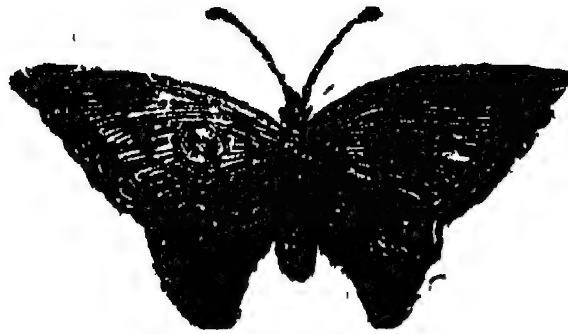


আশা

অবশ্য-বিনাশী বসুধা মাঝারে
কিবা আশে আশা করি।
সবি আসে যায় নিরাশ করিয়া
হতাশে হুতাশে মরি॥
ধন যশঃ মান স্বজন সুজন
কালের কবলে পড়ি'।
চলি' যায় সব হতাশ করিয়া
বল কিবা আশা করি॥
বিদেশে বিষম-বিষাদ-ব্যথিত
আমার হৃদয় বীণা।
নীরব, নিবিড়-নিরাশ-জড়িত
নিস্বন যায় না শুনা॥
কি গান গাহিব ভাবিয়া পাই না
ভাষায় আসে না কভু।
বল দাও মোরে গাহি তব গান
বাজাও বীণাটি প্রভু॥

অঞ্জাল

স্পন্দিত কর শব্দিত কর
ঝঙ্কৃত কর বীণা।
রঞ্জিত তব হস্তের টানে
ব্যঞ্জিত হোক্ নানা—
সুন্দর তান, মিশ্রিত করি
গম্ভীরতর সুর।
বিস্মিত কর উর্ব্বীর নর
স্বর্গের যত সুর॥
মন্দ্রিত তব বিস্তৃত সুরে
মন্থর মম তান।
উন্নত রবে ব্যঞ্জিত হোক্
মঙ্গল তব গান॥
দুঃখেতে ভরা উর্ব্বীতে
উৎকণ্ঠিত মোর প্রাণ।
বাঞ্ছিত মোর স্বর্গের ঘরে
রক্ষ হে ভগবান্॥



ইষ্ট

অবনীর আমি কিছুই চাহি না, চাহি নাথ! স্থধু শান্তি।
মায়ার মোহ টুটিয়ে দাও হে, ছুটিয়ে দাও হে ভ্রান্তি॥
বিয়োগের ব্যথা নাহি লাগে যেন, নাহি লাগে যেন শোক।
আদরের নিধি হারায়ে হে প্রভো! নাহি পাই যেন ক্ষোভ॥
চঞ্চল .মোর চিত্তটী যেন, নাহি হয় পাপে লিপ্ত।
স্নিগ্ধ তোমার করুণা ধারায়, ক'র প্রভো! সদা সিক্ত॥
তব পদ হ'তে নাহি হয় যেন, নিমেষের তরে ভ্রষ্ট!
শেষের সে দিনে আত্মা যেন হে, লভে চির তরে ইষ্ট॥



অন্তিম তান

বা'জ্‌ল আমার হৃদয় বীণা উ'ঠ্‌ল করুণ তান্‌
বাতাস ভ'রে উদাস সুরে ছু'ট্‌ল ক্ষীণ মান্‌॥
জগৎ জুড়ে আকাশ' পরে,
ভা'স্‌ল ধবল মেঘের স্তরে,
শুভ্র চাঁদের জ্যোৎস্না ধরে বহিল অবিরাম্‌।
বা'জ্‌ল আমার হৃদয় বীণা উ'ঠ্‌ল করুণ তান্‌॥
কাহার টানে কিসের বশে,
কে জানে কোন্‌ সুদূর দেশে,
কিসের তরে যাচ্ছে ভেসে, কোথায় অবসান।
বা'জ্‌ল আমার হৃদয় বীণা উ'ঠ্‌ল করুণ তান্‌॥



স্মৃতি

বারে বারে বিজলী-বিভায় ভাতিছ নিভৃত অন্তরে।
থরে থরে দানিছ অমিয় মেদিনী-মরুর প্রান্তরে॥
অনুভবে অনুমানে বুঝি বিরাজ হৃদয়-মন্দিরে।
দুঃখ মাঝে সুখ লভি তাই হেরি' তোমা হেন সুন্দরে॥
ভেসে আসে তোমার স্মরণ লয়ে কত স্মৃতি-সম্ভারে।
থাকি' থাকি' মরম মাঝারে গভীর বেদনা ঝঙ্কারে॥
তব সাথে যাপিছি, ভেসেছি অতুল সুখের উচ্ছ্বাসে।
ধীরে ধীরে জাগে মনে দু'খ নিবারি নিবিড় নিশ্বাসে॥
কেন মোরে ত্যজিলে ঘুরালে কুটিল কুপথ কান্তারে।
ত্যজ তব কঠোর কামনা লও তব পথে ভ্রান্তরে॥
তব কাজ সফল হ'বে না আমাতে যুগ যুগান্তরে।
এস, লহ, মিশিয়া যাইব তোমাতে আমাতে মন্থরে॥



তোমার পথে

হৃদয়-পটেতে নাথ ! তুলিতে তোমার ছবি ।
পারি না, আসে না ভাব, চিত্রকর নহি কবি ॥
নিরাকার তুমি প্রভু ! ভাবও অভাবনীয় ।
বিশ্বব্যাপি' আছ, কিন্তু স্বরূপ অনুমেয় ॥
তব সত্ত্বা জীবে জড়ে জলে স্থলে মরুব্যোমে ।
অলক্ষেতে আছে দেখি অনুভবে অনুমানে ॥
সাধুজনে সুখ যবে দাও পাপীগণে দু'খ !
হেরিয়া অস্তিত্ব তব হর্ষে ভরি' উঠে বুক ॥
তোমার সৃজন প্রভু অসীম কৌশলময় ।
গুপ্ত থাকি সৃষ্ট ভূতে বিকাশিছ শোভাচয় ॥
তোমারি সৃজিত দেহ, তোমারি প্রদত্ত প্রাণ ।
তোমারি আননে গাহি তোমারি রচিত গান ॥
তোমারি চালিত পথে চলিতেছি অবিরত ।
তোমারি ঈপ্সিত কর্ম্মে আছি নাথ নিয়োজিত ॥*
ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু ! দাও মোরে দরশন ।
আঁকিব তোমারি মূর্ত্তি হৃদি-পটে ভগবন্ ॥

---

* মানুষ স্বাধীন, অপাপবিদ্ধ ভগবান তাহার পাপ পুণ্য কোনও কর্ম্মের প্রবর্ত্তক বা নিবর্ত্তক নহেন। "আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি গো শ্যামা"। (মন্দারমালা সম্পাদক)

ঈশ্বরেচ্ছা ব্যতীত জীবের একপদও অগ্রসর হইবার ক্ষমতা নাই। "তোমার কর্ম্ম তুমি কর মা লোকে ব'লে করি আমি" "পঙ্গুতে লঙ্ঘায় গিরি রাজাকে কর ভিখারী" "যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

(লেখক)

দান

দয়াল! তব অতুল দানে
উঠ্‌ছে ভ'রে আমার প্রাণ।
বইছে সদা হৃদয় মাঝে
তোমার দেওয়া স্নেহের বান॥
দান ক'রে দান শিখায়েছ
জগৎজনে কর্‌তে দান।
নাহিক কিছু আমার বলি'
হয় মোর তাই অভিমান॥
আমার হৃদে স্নেহের নদে
উঠুক উচ্চ টান তুফান।
উথ্‌লে উঠে চল্‌কে'পড়ুক্
সিক্ত করুক সবার প্রাণ॥
মুগ্ধ হউক বিশ্ব প্রাণী
উঠুক্ তোমার যশের গান।
অকিঞ্চনের এই আকিঞ্চন
পূর্ণ কর ভগবান্॥

ভাগিরথী

কিবা মনোহর ভূধর নিকর
অবনি উপর শোভিছে।
হিমালয়-শিরে মন্দাকিনী ধীরে
পীযূষ ধারায় ঝরিছে॥
গিরীশ ধরেন খর বরিষণ
নিজের মাথাটি পাতিয়া।
মাথাটী না দিলে যাইত ভূতলে
ভূধর শিখর ভেদিয়া॥
তুষার জড়িত আকাশ-চুমিত
পাষাণ শিখরে গলিয়া।
শৈল শিলা রাশি খরস্রোতে ভাসি
প্রবল প্রপাতে আসিয়া॥
গোমুখী কন্দরে পড়িয়া সজোরে
ধরায় যাইছে বহিয়া।
আসি' হরিদ্বারে অনুপ সহরে
উত্তাল তরঙ্গে ভাসিয়া॥

আছাড়ি তটেতে ভাঙ্গিয়া সৈকতে
ধাইছে ধরণী ধরিয়া।
সিন্ধুঅভিসারে কুলু কুলু স্বরে
ছুটিছে আকুল হইয়া॥
বিপুল বুকেতে হেলিতে দুলিতে
আবার যাইছে ফিরিয়া।
সগর বংশ হইলে ধ্বংস
কঠোর সাধন করিয়া॥
সুধার সমান স্বর বরিষণ
সগর তনয় আনিয়া।
প্রবাহিত করে ধরার উপরে
বিমল ধারাটী ধরিয়া॥
পিতৃকুল ত্রাণি ভাসায় অবনী
সুযশঃ সৌরভে ভরিয়া।
ধরার মানব লভিল ত্রিদিব
পূত সুধাধারা ধরিয়া॥



চরণে

(আমি) জীবনে জীবনে জনমে জনমে তোমার চরণ চাই,
(যেন) পরাণে পরাণে তোমার করুণা লভিবারে প্রভু! পাই।
নিমেষে নিমেষে অনিমেষ আঁখি ঢালিছে অশ্রুধারা,
(আমি) পলকে পলকে প্রলয়ের প্রায় হ'তেছি আপন হারা।
মরমে মরমে মরিয়া সতত যাপিছি জীবন, প্রভু!
(তুমি) ভুলনা ভুলনা দানিতে যাতনা ভুলনাক নাথ কভু।
বিষাদে বিষাদে কাতর প্রাণেতে স্মরিতে তোমারে পাই,
(নচেৎ) হরষে হরষে সুখের পরশে ভুলিয়া তোমায় যাই।
দু'খেতে দু'খেতে আকুল মনেতে তোমার মহিমা গাই,
(নচেৎ) অসার অসার বিষয়ে মজিয়া পাপের পথেতে ধাই।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ হৃদয় মাঝার উঠুক্ দীরঘশ্বাস,
(আমার) টুটুক্ টুটুক্ ভবের বাঁধন টুটুক্ করম পাশ।
ঘুচাও ঘুচাও বিষয় বাসনা দাও হে পরমা-মতি,
(আমি) গাহিব গাহিব তব গুণ-গান স্থান দাও পদে যদি ॥

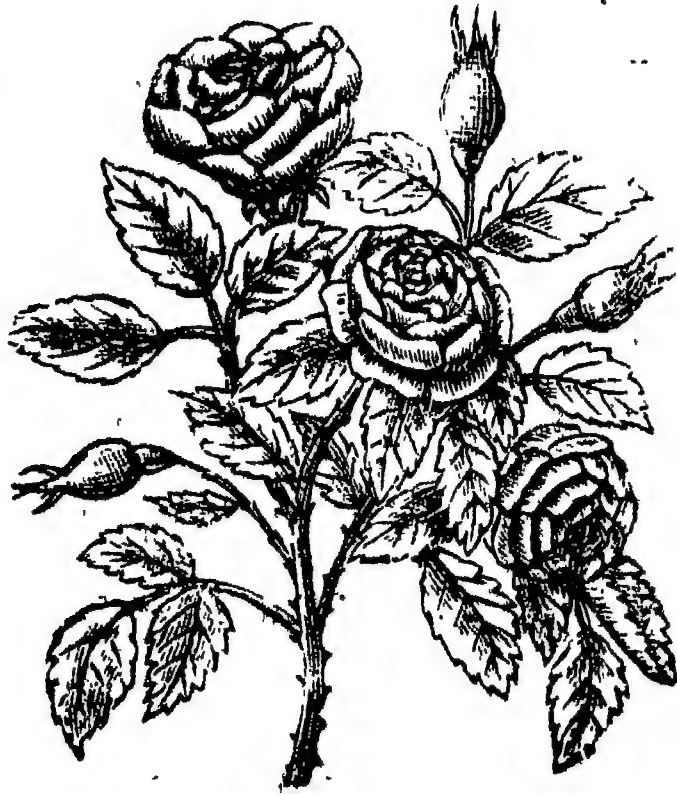


কালের স্রোত

ঊষার গগনে শুকতারা যথা ফুটিয়া উঠিয়া ধীরে মিশায়,
ক্ষুব্ধ সাগরে লহরী যেমন ভাসিয়া উঠিয়া টুটিয়া যায়।
সূর্য্য উদয়ে কুহেলিকা যথা পলক পড়িতে প্রলয় পায়,
মেঘের কোলেতে তড়িৎ যেমন, ত্বরিতে হাঁসিয়া মুখ লুকায়।
স্তব্ধ নিশীথে আলেয়া যেমন, উজলি বনানী বিমানেধয়,
তৈল বিপ্রহীন দীপ যেমন জ্বলিয়া উঠিয়া নিভিয়া যায়।
বিশ্ব জগতে ক্ষণেকের তরে বিকাশি' তেমনি সুধী-সুজন,
দীপ্ত প্রতিভা প্রকাশি' আবার কালের কবলে বিলীন হ'ন।
বিশ্ব জনীন-বিপুল-কীর্ত্তি কীর্ত্তিত করি' বিশ্বের মাঝে,
দৃশ্যহ ইতে সরিয়া পড়িল, অক্ষয় যশঃ সতত রাজে।
ভক্ত সাধক তাপস যোগী গায়ক ভাবুক স্বভাবকবি,
কল্পতরু যে অবদানে স্নেহে, দয়ার মায়ার উজল ছবি।
শৌর্য্যে বীর্য্যে জ্ঞানে পরাক্রমে ভুবন বিদিত সুজন সবে,
কল্পে কল্পে যুগেতে যুগেতে বরষে বরষে আছিল ভবে।
কীর্ত্তি রাখিতে আসিছে যাইছে যেতেছে আসিবে যাইবে চ'লে,
কর্ম্ম সারিয়া শান্তি লভিছে, জগন্মাতার শীতল কোলে।
কর্ম্মপেষণে শ্রান্ত ক্লান্ত মর্ম্মপীড়িত ব্যথিত প্রাণ,
অঙ্গ শিথিল অবনী মাঝারে তবু না ত্যজিতে চাইগো মান।

ভাগ্য বশেতে কত না দেখিব, কত না শুনিব থাকিলে ভবে,
সংখ্যা নাহিক নাহিক সীমা সমাপন কভু নাহিক হ'বে।
ধর্ম্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে যে, হ'য়েছিল রণ শুনেছি শ্রবণে,
বঙ্গ মাঝারে আছি বলি' তাই কালের বশেতে হেরি নয়নে।
যুদ্ধ ভীষণ রুষ জাপানের ব্রিটীশের সহ জার্ম্মানীর,
বিশ্ব কাঁপিল বীর পদভরে উছাল উঠিল সিন্ধুনীর।
শোণিতের স্রোতে ভাসি' বীরদেহ তৃণের মতন ডুবিল কত,
ভগ্নঅস্থি শীর্ণমাংস দীর্ণবক্ষ ছিন্নপদ।
তপ্ত শোণিতে ডুবিল মেদিনী জনপদ-মরু শূন্য দেশ,
ভস্ম হইল দিগ্‌দিগন্ত চকিত নয়নে দেখিনু শেষ।
লঙ্কা মাঝারে ঘটেছিল সেই রাম রাবণের ভীষণ রণ,
স্বর্ণ-নগরী গেল ছারে খারে রক্ষ বংশ হ'ল নিধন।
কাব্য মাঝারে সেই সমরের পায়নি উপমা কোবিদগণ,
সিন্ধু-উপমা সিন্ধু যেমন, গগন তুলনা যথা গগন।
সংখ্য উপমা রাম-রাবণের, রাম-রাবণের সমর যথা,
শক্ত নহেক উপমার রাশি লুপ্ত হ'য়েছে তুলনা প্রথা।
কর্ণে শুনেছি দেখিনি নয়নে সত্য মিথ্যা বুঝে না প্রাণ,
অস্ত্র শস্ত্র দেখিনু আবার অগ্নিবান সেই বিমান।
থাকিলে আবার দেখিব আবার দুঃখের মাঝে ইহাই সুখ,
বিশ্বপতি হে রাখহ বিশ্বে, তব নামে উঠে ভরিয়া বুক।
নিত্য তুমিহে অনিত্য সব ব'লেছিলে নাথ! কুরুক্ষেত্রে,

সত্য তাহাই দেখিছে সবাই এই মহারণে চকিত নেত্রে।
ধ্বংস হইছে কত কলেবর যাইছে আত্মা সাধন ধামে,
জন্ম লভিছে আসিয়া আবার নব কলেবরে নূতন নামে।
শিক্ষা দিতেছ জাগা'য়ে তুলিছ মোহেতে মুগ্ধ-জগতজনে,
অন্ধ মানব ভুলিছে আবার চলিছে আবার পাপের সনে।
রক্ষা কর্হে করুণা নিধান ভক্ত সকলে রাখহ সাথে,
ভক্ত তোমায় ডাকিছে কাতরে স্থান দাও প্রভু পরম পদে।



মিনতি

দিবা নিশি মম নিথর নয়ন তোমারি চরণ পানে,
অনিমেষ আঁখি আবেশে অবশ ভাসিছে ভাবের বানে।
আকুল হৃদয় ছু'টে চ'লে যায় লু'টে পড়ে তব পায়,
সদা মিশে রয় ঐ পূত পদে ত্যজিবারে নাহি চায়।
প্রাণ মন মম বিলীন তোমাতে বিভোর তোমার ধ্যানে,
তোমার অপার করুণা সাগরে ভেসে চ'লে যাই টানে।
তোমার দরশে তোমার পরশে পুলকে হরষে মাতি,
শিহরে হৃদয় সবি' তব ময় হেরি নাথ দিবা-রাতি।
লয়েছি শরণ তোমারি চরণ ত্যজিয়া করম রাশি,
মজিয়া তোমাতে পরিয়া গলেতে তোমারি প্রেমের ফাঁসি।
ভুলেছি আপন ভুলেছি ভুবন ভুলিয়াছি ধন-জন,
অপরূপ তব রূপের জ্যোতিতে নিবেশিত সদা মন।
নাহিক নয়ন ভুবনের পানে (আছি) আবরিত রিপুগণে,
এ মিনতি প্রভু ! নাশিতে না পারে তব এ আশ্রিত জনে।



আমি

দাঁড়ায়ে সাগর তীরে চেয়ে থাকি সতৃষ্ণ নয়নে,
মন মিশে যায় নীরে হেরি স্থধু স্তব্ধ পরাণে।
কি গরিষ্ঠ গম্ভীরতা উত্তুঙ্গ তরঙ্গ ভঙ্গ ভাসে,
সুমহান বিশালতা গভীর গর্জ্জনোচ্ছ্বাস আসে।
প্রসারিনু দৃষ্টি ধীরে পরে পর পার পানে ধায়,
দূর হ'তে দূরান্তরে গিয়া শেষে শূন্যে মিশে যায়।
উঠে ক্রমে ঊর্দ্ধোপরি উন্মুক্ত অনন্ত আকাশেতে,
উদাস নয়নে হেরি কি বিরাট বিশালতা তাতে।
ভাস্বর ভাস্কর ভাসে ভূ-ভূর্বঃ-স্বর্লোক আলো করি,
আছে আকাশের পাশে (তবু) কি মহান্ প্রভাব তাঁহারি।
হেরি' সব বিশালতা আমার আমিত্ব যাই ভুলি,
অহমিকা গেল কোথা গর্ব্ব অভিমান সহ চলি'।
অণু পরমাণু মত প'ড়ে আছি পৃথিবীর পাশে,
অস্তিত্ব বিলুপ্ত মম হ'য়ে যাক্, আছি এই আশে।
ভাবিয়া নাহিক পাই এ মহান্ সৃষ্টির কারক,
কেবা কোথা তিনি তাই তিনিও কি বিশাল ব্যাপক ?

অথবা বীজের মত সূক্ষ্ম হ'তে দীর্ঘ মহীরুহ—
হয় যথা প্রকাশিত, তিনিও তেমনি সূক্ষ্ম দেহ ?
সূক্ষ্ম হ'য়ে সুমহান্ প্রতিভায় ভাসিত ভুবন্।
সেই বিরাট পুরুষ কি উদ্দেশ্যে সিদ্ধি তরে সৃজে
ক্ষুদ্র মাদৃশ মানুষ, হৃদয়ে সতত তাই বাজে।
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্রে কিরে জগতের হবে উপকার ?
বিন্দু মাত্র উপকারে শক্ত নহি আমিই আমার।
উদ্দেশ্য বিহীন ভাবে অতি তুচ্ছ তৃণের মতন,
ঘুরি ফিরি সদা ভবে তবোদ্দেশ্য বল ভগবন্ ?



বিপথে

বিদেশে বিপথে ফিরি চারিদিক নিরখিয়া,
হুতাশে হুতাশে মরি নিজ পথ না লভিয়া।
অজানা অবনী মাঝে আসিয়াছি মোহ ঘোরে,
অচেনা মানব সাথে ঘুরি, ল'য়ে দুঃখ-ভারে।
সবারে সুধাই সুধু আমার আবাস পথ,
মায়ায় মোহিত জীব কহে সবে নানা মত।
কেহ কহে,—"এই পথে যাও যাবে নিজাবাসে,
সরল সুগম ইহা অনায়াসে যাবে দেশে"।
অপরে আভাসে ভাষে—"মম সাথে এস তুমি,
অচিরে লভিবে পান্থ! তব অধ্যুষিত ভূমি"।
ব্যাকুল মনেতে ধাই কথামত সবাকার,
বিফল হইনু হায়! নাহি পাই পথ আর।
সকলেই পথ ভ্রান্ত আকুল হইল প্রাণ,
কোন পথে যাব আমি বলে দাও ভগবান্।



কি চাহি ?

আমি—চাহিনা স্বর্ণ চাহিনা রৌপ্য চাহিনা হর্ম্ম্য চাহিনা মান,
জানিনাক প্রভু ! ধর্ম্মাধর্ম্ম জানিনা কর্ম্ম জানিনা জ্ঞান ।
ব্যথিত মর্ম্ম, টুটাও কর্ম্ম, দাও হে শর্ম্ম, ভাসিব সুখে,
নতুবা ক্ষণেক বিনাশী অর্থ লভিয়া ; হায়ায়ে বাজিবে বুকে
কি হবে অতুল অসন-বসন-ভূষণ-শয়ন-বাসন রাশি,
দুদিনে যাইবে সকলি চলিয়া কাল স্রোতে মিশি কোথায় ভাসি
থাকিবে শেষেতে তোমার দত্ত কর-পুট খানি, শীতল জল
আর অবিরল নির্ম্মলানিল শয্যা শ্যামল দূর্ব্বাদল ।
সকল শ্রেষ্ঠ সবার প্রেষ্ঠ গাহিব ইষ্ট দেবের নাম,
ঝরিবে অতুল অমিয়ের ধারা শীতল হইবে তাপিত প্রাণ ।



সিন্ধু-পারে

সন্ধ্যা বেলায় সিন্ধু বেলায় একূলা বসে আছি।
সঙ্গে সাথী নাইক আমার
. সম্মুখে যে অপার পাথার
নাইক কড়ি, নাইক তরী, নাইক দাঁড়ি-মাঝি।
বিশ্ব-ব্যাপী নিবিড় নিশা আস্‌ছে আঁধার-রাজি॥
বইল বেগে বিষম বাতাস উঠ্‌ল তুফান নাচি।
জুট্‌ল নিকষ মেঘের মালা,
ছুট্‌ল তড়িৎ উঠ্‌ল জ্বালা,
চম্‌কে উঠে জীমূত-স্বনে বিশ্ব-জগৎ আজি।
টুট্‌ল নিখিল বাঁধন, ঘট্‌ল মহা প্রলয় বুঝি॥
শিথিল শরীর অঙ্গ অবশ কাতর জীবন আজি।
সুদূর হ'তে পড়ছে টান,
আঁধার হল অলস প্রাণ,
কে যেন ঐ আস্‌ছে বুঝি, পার কর গো যাচি।
সন্ধ্যা বেলায় সিন্ধু-বেলায় একূলা বসে আছি॥

স্মরণে

ভেসে আসে তোমারি স্মরণ লয়ে কত স্মৃতি সম্ভারে,
থাকি থাকি মরম মাঝারে গভীর বেদনা ঝঙ্কারে।
তব সনে মধুর মিলনে ভেসেছি সুখের উচ্ছ্বাসে,
ধীরে ধীরে জাগে মনে দু'খ নিবারি নিবিড়-নিশ্বাসে।
বারে বারে বিজলী বিভায় ভাতিছ নিভৃত অন্তরে,
থরে থরে দানিছ যেন গো অমিয় মরুর প্রান্তরে।
অনুভবে অনুমানে বুঝি বিরাজ হৃদয় মন্দিরে,
দু'খ মাঝে সুখ লভি তাই হেরি' তোমা হেন সুন্দরে।
কেন মোরে ত্যজিলে ঘুরালে কুটিল কুপথ কান্তারে,
ত্যজ তব কঠোর কামনা লও তব পথে পান্থেরে।
অভিলাস সফল হবে না আমাতে যুগ-যুগান্তরে,
এস, লহ, মিলিয়া যাইব তোমাতে আমাতে মন্থরে।



প্রতীক্ষায়

সারাটি দিন ধ'রে, বসিয়া পথ ধারে,
যাপিনু, জীবনটী ভাবিয়া সুখময়!
রহিনু কত আশে, তাহারি তরে ব'সে,
ভাসিনু অবশেষে,
নয়ন নীরে হায়॥
মনেতো করেছিনু আসিবে এই পথে,
কহিব কত কথা শুনাব মন সাধে,
হেরিয়া কাতরতা এলনা, লাগে ব্যথা
নিবিড় নিরাশায়,
কোমল এ হিয়ায়॥
কনক-আসন গো নিভৃতে রাখি পাতি,
রাখিনু সযতনে মতির মালা গাঁথি,
কত না উপহার সাজানুতরে তার
এল না একবার
সকলি বৃথা যায়॥

বুঝি বা অবহেলে এল না এই পথে,
অথবা গেছে চলে হেরিয়া দূর হ'তে,
যদি সে আসে পথে, ধরিব তার পদে,
সাধের মতি-মালা,
ছিঁড়িয়া দিব পায় ॥
আসিব ব'লেছিল গোপন পথ দিয়া,
লইবে সাথে মোরে, এখনো নাচে হিয়া,
ভাবিয়া তার কথা, ভুলিনু সব ব্যথা,
আসিবে নেবে সাথে
রহিনু প্রতীক্ষায় ॥



চৈতন্য

চেতনা জড়িত চেতনা দীপিত
তুমি গো চেতনাময়।
তব চেতনায় নিখিল চেতন
অচেতন কেহ নয়॥
আলোক আঁধার অরুণ আলোকে
অবনী গো আলোকিত।
তেমনি তোমার চেতনা কণায়
সচেতন ত্রিজগত
চেতনা দানিছ অখিল অবনী
গাহে তাই তব নাম
করুণা করিয়া দাওহে ভরিয়া—
চেতনা, চেতন-ধাম!
তব চেতনার প্রতিচ্ছায়া লভি'
সচেতন আজি আমি।
অনাবিল তব চেতনার রাশি
দাও হে চেতন-স্বামী॥

বর্ষা-বরণ

এস সুন্দরী বরষা রাণি !
তাপিত বক্ষে চকিত চক্ষে,
আশাপথ চাহি তোমারি লক্ষ্যে
অলসে-ঢলিয়া দিয়াছে পাতিয়া
শস্য শ্যামল
চঞ্চল দল
অঞ্চল খানি।
এস সুন্দরী বরষা রাণি.

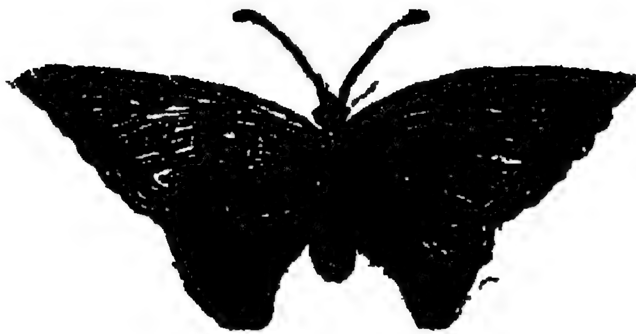
এস সুনীলিম গগন পথে,
কুঞ্চিত-দল ঘন-কুন্তল—
এলায়ে ঢাকিয়া অম্বরতল
তড়িতের হাসি, ত্বরিতে বিকাশি'
সোণার অধরে ফুটায়ে এস রে
নামিয়া সঘন—
আরোহি' নবীন
পবন রথে।
এস সুনীলিম গগন পথে ॥

তব আগমন . তোমারি বাণী
শুনি' সহরষে শিখরি-শিরষে
শিখিকুল নাচে পুলক পরশে
প্রোষিতা ললনা কত আনমনা
দিবস গণিয়া আশায় চাহিয়া
প্রবাসের দূরে—
প্রবাসী-পতিরে—
দানিল আনি'।
তব আগমন তোমারি বাণী।

বরিষ শীতল স্নেহের ধারা,
হউক স্নিগ্ধ করগো শান্ত,
ফুটাও কুটজ কেতকী কুন্দ,
স্নেহের পরশে বনানী হরষে
উঠিল শিহরি' ডম্বর ধরি'
নব কদম্বে—
নদী নিতম্বে—
রেণুর ঝারা।
বরিষ শীতল স্নেহের ধারা॥

অঞ্জলি

দিবে অঞ্জলি চরণে তব,
নীপ নিকুঞ্জে বকুল পুঞ্জে,
সুরভি পুষ্প পরাগ মুঞ্চে,
তরুলতাগুলি, নবশাখা তুলি,
আবাহন করে, অলি গুঞ্জরে
ওষধি বৃক্ষে
দাও অলক্ষ্যে
জীবন নব।
দিবে অঞ্জলি চরণে তব ॥



সুন্দর

প্রভু! তোমার রচিত বিশ্বে,
হেরি—হরষে নিখিল দৃশ্যে,
কিবা—অসীম সুষমা ভরা
শুধু—তোমারি মূরতি খানি।

বায়ু—তব গুণ গাহে ছন্দে,
বহে—বিমল তোমার গন্ধে,
তাই—তন্ময় হেরি ধরা,
শুনি—তোমারি মধুর বাণী।

ক্ষিতি—তব রূপরাশি স্পর্শে,
ধরে—অতুল মাধুরী হর্ষে,
সদা—তোমারি বিকাশ ঘেরা,
ধরা—তাইত রূপের রাণী।

হেরি—সলিলে তোমারি লীলা,
কত—উথলে মাধুরী মালা,
তব—গুণ-গাথা গাহি' সারা,
আমি—অবাক হইয়া শুনি।

রবি,—অনল তোমারি জ্যোতিঃ
তাই—অমল উজল ভাতি
কত-বিতরে রূপের ধারা,
শুধু—তুমি হে রূপের খনি।

শোভে—সুনীলিম শোভা শূন্যে
ধরি'—তব আভা কত পুণ্যে,
ভাসে, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,
খেলে—বিমল বিজলী হানি'।

তব—অরুণ-কিরণ মাখা,
হাসে—তরু-লতা-ফুল-শাখা,
যেন—বিরাট-তীর্থ-ঝরা,
দিল—পুণ্য-আলোক আনি'।

তাই—তোমারি মাঝারে থাকি'
কত—তব নাম ধরে ডাকি,
আমি—হইগো আপন হারা,
শান্ত—কর গো করুণা দানি'।

আমি—দূরে চলে যেতে চাই,
তুমি—হাত ধরে টান তাই,
যেতে—দাও না বিপথে ত্বরা,
তুমি—তাইত জগত-স্বামী।

সমর্পণ

তোমায়—কি আর করিব দান।
যা আছে আমার সকলি তোমার-
দেওয়া দান-ভার, নাহি অধিকার
তাহা দানে ভগবান্!
তবে—কি আর করিব দান॥

তুমি—দানের কল্পতরু!
দাও অকাতরে অধম জনেরে
যার যা কামনা নাহি কিছু মানা
স্নেহেতে ডুবাও মরু।
তুমি—দানের ক

দীনেরে করিলে দান।
আছে সফলতা তোমারি বারতা
ঘোষিলে জগতে শিখালে জানিতে
দানিয়া হে ভগবান্!
শুধু—দীনেরে করিবে দান॥

বল—কিসের অভাব তব,
রতন আবাস রত্নাকরে বাস
তুমি যদুপতি পাণ্ডবের গতি
কত—সহায়-সম্পদ ক'ব।
বল—কিসের অভাব তব ॥

শুধু—মনটী তোমার নাই।
শুনেছি শ্রবণে যত গোপীগণে
করিয়াছে চুরি মাধুরী পাশরি'
আর—ল'য়েছে তোমার রাই।
তাই—মনটি তোমার নাই ॥

তাই—দানিনু আমার মন।
চঞ্চল অতি রাখিতে শকতি
নাহিক আমার, চরণে তোমার
সঁপি তাই ভগবন্!
লও—করুণায় মম মন ॥



অদৃষ্ট

(১)

নিয়তির নীতি
অটুট্ সে গতি
নাশিতে শকতি
নাহিক কাহার ;
রীতি দুনিয়ার ॥

(২)

দেব আরাধনা,
শতেক কামনা,
যার যা' বেদনা
হ'বে অনিবার।
প্রাক্তন সবার ॥

(৩)

গরুড় কাতরে
কমলা-পতিরে
বহি' স্বীয় শিরে
ভুজঙ্গ আহার।
মিলে শুধু তার ॥

(৪)

নাগরাজ ফণী
ধরিয়া ধরণী
বহি' নীলমণি
জীবনে তাহার।
শুধু বায়ু সার ॥

(৫)

ধনপতি-সখা-
মহাদেবে উক্ষা
বহিয়া বুভুক্ষা
নাশে অনিবার।
করি' তৃণাহার ॥

(৬)

ব্রহ্মার নিলয়ে
বাহক হইয়ে
বিস-কিসলয়ে
হইছে আহার।
সে হংস মালার ॥

(৭)

মহাদেব গলে
ভুজঙ্গেরা দুলে
লভিছে সকলে
বায়ু মাত্র সার ।
সাথে থাকি' তাঁর ॥

(৮

মহতের সেবা,
ফল হয় কিবা,
শুধু মনোলোভা,
কে নাশে কাহার ।
কর্ম্মফল ভারে ॥



দিবোদাস

অখিল-অমর-নিখিল-মানব শীর্ষাবনত চরণে যাঁর,
একাধারে যিনি নৃপ-মহর্ষি-ভিষগাচার্য্য-করুণাধার।
সাধিতেন যিনি অমর গণের শত জরা-ব্যাধি-মরণ-নাশ,
ধন্বন্তরি স্বরূপে তীর্ণ আদি-দেবাংশ সে দিবোদাস।
কথন অজিন-আসনে আসীন, কথন মুকুতা-মুকুটশীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্য মাতান হর্ষে।
মহা-রাজর্ষি দেব-দিবোদাস! উদিলে দ্বাপরে সিদ্ধক্ষেত্রে,
বারানসী ধামে স্থাপিলে রাজ্য নাশিয়া ভদ্রশ্রেণ্য-পুত্রে।
প্রকৃতি-পালক দরশে ইন্দ্র শতেক নগরী করিল দান,
তাঁহার সকাশে লভিলে শিক্ষা ব্রহ্মা-গ্রথিত আয়ুর জ্ঞান।
কথন অজিন-আসনে আসীন কথন মুকুতা-মুকুট শীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে।
নৃপতি সুদেব জনক তোমার, লভিলে পুত্র প্রতর্দ্দনে,
মহিষী সুযশা সদৃশা তোমার, পুলকিত প্রজা তোমার ধ্যানে
শিষ্য তোমার সুশ্রুত আদি শত শত ঋষি প্রতিভাবান,
বানপ্রস্থ আশ্রমে থাকি' আয়ুর বিদ্যা করিলে দান।

কখন অজিন-আসনে আসীন, কখন মুকুতা-মুকুট শীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে।
শল্য-শাস্ত্র, প্রচারি' বিশ্বে রচিলে বিশাল আয়ুর তন্ত্র,
খ্যাত "চিকিৎসা দর্শন" নামে ছাইল জগতে যশের মন্ত্র
পুরাণে তোমার ঘোষিল মহিমা মুখরিত বেদ তোমার গানে,
অশীতি হাজার বরষ ব্যাপিয়া পালিলে ধরণী করুণা দানে।
কখন অজিন-আসনে আসীন, কখন মুকুতা-মুকুট শীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারা রূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে।
চতুঃষষ্ঠী কলায় পূর্ণ শাসিলে রাজ্য একচ্ছত্র,
অসূয়ামত্ত দেবতাবৃন্দ তোমার পতনে খুঁজিল ছিদ্র।
সুর-গুরু মতে বারানসী হ'তে তিরোহিত হ'ল অনল, সূর্য্য,
বিশ্ব বিজয়ী জ্যোতিতে তোমার সাধিলে যজ্ঞ-যাগের কার্য্য।
কখন অজীন-আসনে আসীন কখন মুকুতা-মুকুট শীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে।
একদা যখন বারানসী ধামে পিনাকীর হ'ল বাসাভিলাস,
সাম, দান, ভেদ, নিপুণ তোমার রাজ্য ছলনে করিল নাশ।
প্রবল-প্রতাপে গোমতীর তীরে স্থাপিলে আবার শোভন রাজ্য,
আজিও মানব ব্যাধি বিমুক্ত স্মরি' তব নাম দানিয়া আজ্য॥
কখন অজিন-আসনে আসীন, কখন মুকুতা-মুকুট শীর্ষে,
বিজ্ঞানাকাশে ধ্রুবতারারূপে শতেক শিষ্যে মাতালে হর্ষে॥

বন্যা

বিশাল বানের বিষম টানে
বালীর বাঁধা বাঁধ্‌টী ভেঙ্গে
করলে শতেক খান।
নেচে উঠ্‌ল কি তুফান॥

উথ্‌লে উঠে আছড়ে পড়ে
নদীর কুলের ক্ষেতের' পরে
ছাপিয়ে কানে কান।
যেন—মহাপ্রলয় বান॥

ক্ষেত খানি সারা শস্য ভরা
ভাসিয়ে নিয়ে প্রখর ধারা
তলিয়ে তিরোধান।
কোথা—বইল রে উজান॥

কোন সুদূরের সাগর পানে
আমার আশার শষ্য টেনে
করলে কারে দান।
আমার—ঝরল দুনয়ান ॥

স্বপ্ন মত নদীর তীরে
দাঁড়িয়ে দেখে ফিরনু ঘরে
শূন্য করে প্রাণ!
হ'ল—আশার অবসান ॥



কেন চাহি ?

শুধু—তোমারেই সদা চাহি।
তোমারি কামনা,
তোমারি ভাবনা ;
অন্তরে জাগে
উজ্জ্বল রাগে
আর কিছু মনে নাহি।
শুধু—তোমারেই সদা চাহি॥

যদি—স্মরণে তোমারে পাই।
পুলকে শিহরি,
উঠে হৃদিভরি’,
আমার চেতনা
শতেক বেদনা
নিঃশেষে হেরি নাই।
যদি—স্মরণে তোমারে পাই॥

শুনে—তোমার চরণ ধ্বনি।
সুদূরের রবে,
বুঝি অনুভবে ;
নীরব ধরণী
নিথর ধমনী
অবাক্ হইয়া শুনি।
শুধু—তোমার চরণ ধ্বনি॥

আসি—আমার কুটীর দ্বারে
সুমধুর স্বরে
ডাক গো আমারে,
সরেনা বচন,
ভুলি আবাহন,
তাই বুঝি যাও ফিরে।
আসি—আমার কুটীর দ্বারে॥

যদি—দাও দরশন দীনে,—
নিমেষের দেখা,
চোখে চোখে আঁকা,
সুষমা হেরিয়ে,
আপন হারায়ে,
কিছু ত আসে না মনে।
যদি—দাও দরশন দীনে॥

তবু—কেন গো তোমারে চাই ?
তোমারি দরশে,
তোমারি পরশে
হরষে হৃদয়
সব' তব ময়
তোমারে ও ভুলে যাই।
তবু—কেন গো তোমারে চাই



রাম প্রসাদ

হে সাধক-কবি !
তরুণ তপন রাগে
উজল স্মরণ জাগে
উদিলে (দ্বি) শতাব্দী আগে
বৈদ্যকুল রবি ।
হে সাধক-কবি ॥

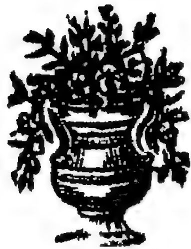
হে পূজ্য-প্রধান !
যে কুমার হট্ট ভুমে,
জাহ্নবী-যমুনা চুমে,
পুত জাগ-যজ্ঞ ধূমে
ভক্তি কর দান ;
হে পূজ্য-প্রধান ॥

হে কবিরঞ্জন !
কৈশোরে কবিত্ব-রাশি,
কে তোমারে দিল পশি'
যার ভাবে যায় ভাসি,'
পাপী-তাপী জন ।
হে কবি-রঞ্জন

ওহে প্রাণারাম!
মুগ্ধ রাজা কৃষ্ণচন্দ্র,
বিশ্ব ঘোষে যশঃমন্ত্র,
লুপ্ত হ'ল তন্ত্র-মন্ত্র
কাব্যে যাঁর নাম।
ওহে প্রাণারাম॥

হে গায়ক-গুরু!
ললিত মধুর তানে
স্বর্গের মূর্চ্ছনা এনে
ভাসালে ভক্তির বানে
সিক্ত করি' মরু।
হে গায়ক-গুরু॥

হে জগৎ-প্রাণ!
অমিয় মাখান গানে,
সমীর-শিহরি' আনে,
যবন-সিরাজ-প্রাণে,
সুধা করে দান
হে জগৎ-প্রাণ॥



কবি

ধন্য তুমি কবি !
সুদূর অতীত কথা
অলক্ষ্য অচিন্ত্য-গাথা ।
শব্দ শুনি' শূন্যাকাশে কান পাতি' যাহা পাও ।
বিস্মিত করি' বাতাসে মনে গাঁথি' ছায়া লও ॥
লেখনী তুলিকাধর ;
অক্ষরে অঙ্কিত কর
মূর্ত্তিমান ছবি ।
ধন্য তুমি কবি ॥

ধন্য তুমি কবি !
তোমার হৃদয় মাঝে,
কি জানি কি বীণা বাজে,
কে তুলে তন্ত্রীতে তান, কি সাধ সাধন তরে ।
ললিত অধরে গান, ফুটায় কি নব সুরে ॥
জাগে দেশ, মাতে জন
আনে নব জাগরণ,
পূর্ণ হয় সবি'
ধন্য তুমি কবি ॥

ধন্য তুমি কবি !

পলকে প্রলয় ধরি'

পবনে বিজয় করি'

ছুটাও মনের গতি কখন শিখরী শিরে।

কল্পনাকে বুকে পাতি' কখন সাগর তীরে ॥

স্বর্গের সুষমা আঁক,

প্রতিভায় ঢেকে রাখ,

কত শশী, রবি।

ধন্য তুমি কবি ॥

ধন্য তুমি কবি !

দুঃখে শান্তি কর দান,

মুগ্ধ কর ক্ষুব্ধ প্রাণ,

স্বপন আবেশে ভরা কল্পনা মধুর তানে।

নিখিল আপন হারা ভেসে যায় ভাব টানে ॥

মনে জাগে ব্রহ্মা, ব্যাস,

বাল্মিকী, কালিদাস,

নৈষধ ভারবি।

ধন্য তুমি কবি ॥

ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র

কেশব!
ঘোষিলে যে রব
ভারতেরে ভারত-সমরে
"হবে যবে ধর্ম্মগ্লানি ভারত মাঝারে
অধর্ম্মের অভ্যুত্থানে শৃঙ্খলা রহিত হ'বে সবে
সাধুদের পরিত্রানে, দুষ্কৃতি বিনাশে আবার আসিবে ভবে"
তব সে স্বরিত স্বর সত্যবাণী হেতু আবার আসিলে তুমি,
কুমারিকা হ'তে যবে হিমাচল পাদদেশ চুমি'
অধর্ম্ম-তমসা-রাশি আবরিয়া আসে
যিশুভজা, শিশুধরা নাশে—
আর্য্য ধর্ম্ম সব
কেশব!

কেশব !

সৃজি' ধর্ম্ম নব

সনাতন ধর্ম্ম রক্ষা করি'

নবীন আলোক ধরি' জগতে প্রচারি'

প্লাবিয়া ধর্ম্মের ধারা মুগ্ধ কর সারাটা ধরণী

সে "নব বিধানে" হ'ল বেদমন্ত্রে হোম গন্ধে পবিত্র অবনী

সে "সুলভ-সমাচারে" প্রতি ঘরে জাগাইলে ধর্ম্মভাব রাশি

প্রকাশিলে রামকৃষ্ণে অবতাররূপে তুমি আসি'

শিশুকালে কৃষ্ণ নামে উচ্ছ্বসিত প্রাণ

হ'য়েছিলে বৈষ্ণব প্রধান

ত্যজিলে বৈভব

কেশব !



আপন হারা

শারদ-শশীর জ্যোৎস্না রাশির মধুর হাসির ঝর্ণা ঝরে।
সুনীল আকাশ স্নিগ্ধ বাতাস ফুলের সুবাস পাগল করে॥
লতায় পাতায় তরুর তলায় বইছে ধরার কিরণ ধারা।
ফুট্‌ল বকুল কুমুদ মুকুল চকোর আকুল ডাকিয়ে সারা॥
ঝরিয়ে পরাগ ভাসিয়ে তড়াগ লুটিয়ে সোহাগ ছুট্‌ছে ভেসে।
আকুল বায়ে দুকুল ছেয়ে পড়্‌ল শুয়ে মুচ্‌কে হেঁসে॥
বাঁশীর তানে বিভোর প্রাণে আকুল মনে নদীর কুলে।
যাচ্ছে ছুটে শ্যামলতটে পড়্‌ছে লুটে আপন ভুলে॥—
তরুর মূলে॥



তোমার সাথে

আমার হৃদয় ভরা আকুল ভাবনা ভারা,
লুটায়ে দিয়াছি সারা তোমারি পদে।
আমার বেদনা রাশি তোমার চেতনা আসি'
নিঃশেষে দেয় পশি তোমারি হাতে॥
তোমার মূরতি আঁখি গোপনে হৃদয়ে রাখি
আমারেও দেয় ফাঁকি ছলনা করে।
নিঠুর বিধির বিধি টুটায় আশার নিধি
ফুটায় সে নিরবধি নয়ন নীরে॥
তোমার ভাবের ভরা আমারি বহান ধারা
আমারে ভাসায় ত্বরা জীবন নদে।
উছলিত ভাব বানে মধুর মিলন আনে
মিশায় তোমার সনে আমারি সাথে॥



তুমি ও আমি

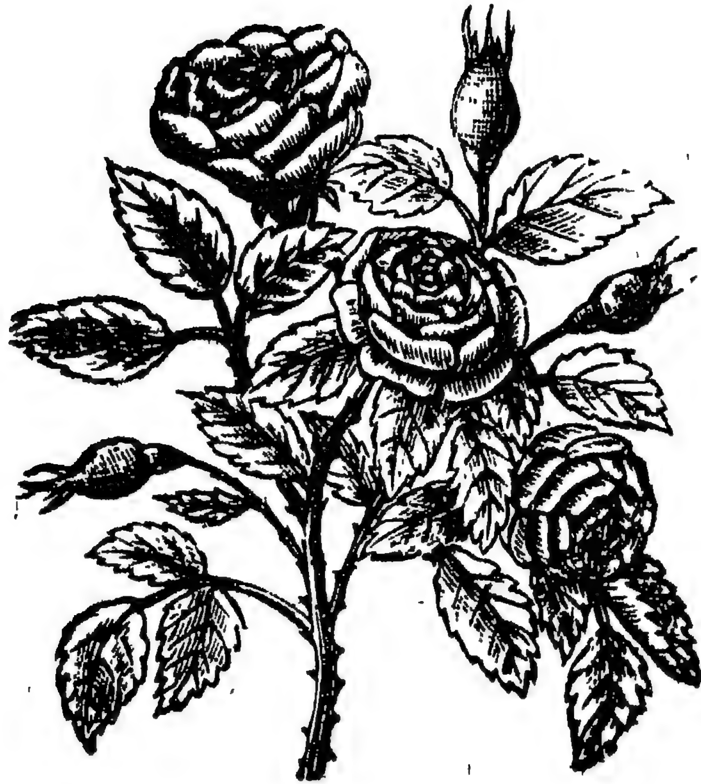
তুমি—এইত রয়েছ কাছে।
বল—তুমি বিনা আর ভুবনে আমার
কিবা অভিলাষ আছে॥
তুমি—অন্তরে বিরাজিত,
তাই—তব প্রেরণায় ডাকিহে তোমায়
গাহি তব নাম কত॥
প্রভু—তোমার করুণা ধারা,
লভিয়া হৃদয় সুশীতল হয়
হইগো আপন হারা॥
প্রভু—তোমারে ভুলিনু যবে,
তব—কোমল পরশে হৃদয়ের তার
বাজিল সঘন রবে॥
আমি—চমকিত হ'য়ে উঠি।
তাই—ইন্দ্রিয় সাথে মিলি' তব পদে
প্রবাহের মত ছুটী॥
প্রভু—সুন্দর তুমি অতি।
তাই—তোমার প্রভায় আকুল হৃদয়
কিবা মনোহর জ্যোতিঃ॥

আমি—নিথর নয়নে চাহি।
জলে স্থলে ব্যোমে তুমি বিরাজিত
তুমি বিনা কিছু নাহি॥
বিভু—তোমার রচিত বিশ্বে।
হেরি—তোমারি বিকাশ তোমারি সুষমা
কতনা নিখিল দৃশ্যে॥
আমি—বিভোর হইয়া রই।
হেরি—অন্তরে তুমি বাহিরেও তুমি
তুমি ছাড়া ধরা কই॥
আমি—স্বর্গ ছাড়াত নই।
আমারি আলয়ে স্বর্গের ছায়া
প্রকাশিত সদা ওই॥
প্রভু—স্বর্গ চাহিনা আমি।
মোরে—তোমার উজল মোহন মূরতি
দেখাও জগত স্বামী?
তব—দরশন যদি পাই।
তবে—সকলি ত্যজিয়া তোমাতে মজিয়া
তব পদে মিশে যাই॥
প্রভু—তুমিত গো দয়াময়।
উপেক্ষিত আমি হবনাত কভু?
রাখিবে ত তব পায়?॥

সুশ্রুত

নিখিল ভুবন আবৃত যখন নিবিড় মোহের তমসা স্পর্শে।
তখন উজল জ্ঞানের আলোক ছাইল সারাটা ভারতবর্ষে ॥
তাহার মাঝারে "সুশ্রুত দেব" ! দানিলে বিশাল ভিষকৃতন্ত্র।
প্রতিভা প্রকাশি' অন্তেবাসিরে বিতর শতেক শল্য যন্ত্র ॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূৰ্ত্তি।
জলধির তীরে শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীৰ্ত্তি ॥
জনক তোমার তপ-তেজস্বী-তপোধন-মুণি বিশ্বামিত্র।
কৈশোরে তব জ্ঞানের আলোক উজলিল হৃদে সে শালিহোত্র ॥
জনক আদেশে জ্ঞানের প্রয়াসে বারানসী ধামে পূণ্যক্ষেত্রে।
বরিলে নৃমণি-দেব-দিবোদাসে আচাৰ্য্য পদে সুদেবপুত্রে ॥
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল গরবে সারাটা দেশ
জলধির তীরে, শিখরীর শিরে ছুটিল বিমল কীৰ্ত্তি রেশ ॥
বিতরিল গুরু শতেক শিষ্যে সমান বিদ্যা সমান জ্ঞান।
ছাপিয়া উঠিলে সবার মাঝারে গুণ গৌরবে লভিলে মান ॥
ব্রহ্মা গ্রথিত আয়ুর শাস্ত্র তোমার প্রভাবে সমুৎকর্ষ,
রচিলে স্বনামে "সুশ্রুত" খানি শিষ্য সমাজে ফুটালে হর্ষ।

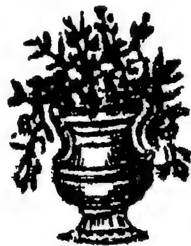
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল সকলে পূজিল মূর্ত্তি,
জলধির তীরে, শিখরীর শিরে ছুটিল অশেষ বিমল কীর্ত্তি।
শবচ্ছেদি' দিলে শারীরের জ্ঞান শিখালে শলাকা সেবনী শস্ত্র,
ছেদন-ভেদন-বেধন-সীবন-লেখনাচুষণ-এষণ-অস্ত্র।
তিব্বতে তব ঘোষিল কীর্ত্তি মিশরে উঠিল যশের মন্দ্র,
আরবে ছাপিল অতুল মহিমা তবানুসরণে রচিল তন্ত্র।
তোমার মহিমা তোমার গরিমা গাহিল গরবে সারাটা দেশ,
জলধির তীরে, শিখরীর শিরে ছুটিল বিমল কীর্ত্তি রেশ।



অশ্বিনীকুমার

আদিম যুগের প্রাচীন গাথা বিঘোষিল বেদ সমস্বরে,
যাঁদের মহিমা যাঁদের গরিমা উথলি' আজিও ভুবন ভরে।
ত্রিদিবে যাঁদের অতুল প্রভায়, ছাইল অপার যশের রাশি,
শান্ত করিল করুণা ধারায় মুগ্ধ এখনও জগতবাসী।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা।
জনক যাঁদের কশ্যপ সুত ত্রিলোক পুজ্য দেবতা সূর্য্য,
বিশ্বকর্ম্মা-তনয়া সংজ্ঞা-জননী, জামাতা অমৃতাচার্য্য।
উত্তর কুরুবর্ষে উদিল যুগল কুমার মধুর দৃশ্য,
বিরাট তীর্থে পুণ্য আলোক উজলি' ছাপিল সারাটি বিশ্ব।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ আশ্বনী সুত সুষমা ভরা।
দক্ষ-সকাশে শিক্ষা লভিলে শিষ্য হইল অমর ইন্দ্র,
অশেষ প্রতিভা প্রকাশি' রচিলে স্বনামে অশ্বিনীকুমার তন্ত্র।
ভৈরব-ক্রোধ-ছিন্নশীর্ষ যুক্ত করিলে ব্রহ্মাদেবে,
যজ্ঞ অংশ লভিলে সমরে অক্ষত করি' দেবতা সবে।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ আশ্বিনী সুত সুষমা ভরা।

ভুজঙ্গতপ্ত ব্যাধি বিমুক্ত তোমারি প্রভাবে দেবতা ইন্দ্র,
ভগের নেত্র, তপনে দন্ত দানিলে ; যক্ষ্মা মুক্ত চন্দ্র ।
'সুকন্যার' ধর্ম্ম রাখিলে স্থবির চ্যবনে যৌবন দানি',
ব্রহ্মবাদিণী ঘোষার কুষ্ঠ নিরোগি' মুছালে কুমারী বাণী ।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনীসুত সুষমা ভরা ।
ইন্দ্র-ছেদিত-শীর্ষ যোজিলে দধীচি মুনির পুনর্ব্বার,
অরি কর হ'তে রাজা বিমদের পত্নী করিলে সমুদ্ধার ।
তুগ্রপুত্র ভুজ্যুর স্তবে বিশাল জলধি করিলে পার,
ঋজ্রাশ্বেরে নয়নে পশিলে নাশিলে অসীম অন্ধকার ।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিনী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা ।
খেল নৃপতির জায়া বিশবলা স্তুতিতে লভিল করুণা তব,
সমর ক্ষেত্রে ছিন্ন চরণে লৌহ জঙ্ঘা ঘটিল নব ।
বিজ্ঞানালোক বিকাশি' নবীন রাখিলে নিখিল বিমল কীর্ত্তি,
অমর ইন্দ্র বন্দিল পদ নীরোগ মানব স্মরিয়া কীর্ত্তি ।
ধন্য ধরণী পুণ্য কাহিণী গাহিয়া আপনি আপন হারা,
অমর শ্রেষ্ঠ গুণ গরিষ্ঠ অশ্বিনী সুত সুষমা ভরা ।



মহিমা

অপার মহিমা বিভো ! অতুল করুণা তব,
অসীম সুষমা দিয়া স্থজিয়া দিয়াছ ভব।
যথায় যেটুকু সাজে সাজায়ে রেখেছ তুমি,
কি মধুর মনোহর স্বর সম ধরা ভূমি।
তোমার স্থজিত নদী বহে যায় অবিরল,
হ্রদ-নদ-সরোবর বারি ভরা সুশীতল।
সুশোভিত শৈল রাজি অভ্রভেদী উচ্চশির
ঘেরিয়া রেখেছে ধরা পারাবার সুগভীর।
বিপিনে কাননে বনে সুললিত লতা তরু,
অনাদি অসীম শোভে সাহারার ধীর মরু।
উপবনে কুঞ্জে পাখী গাহে সুমধুর গান,
ভেসে আসে কুসুমের পরিমল অবিরাম।
সুনীল আকাশ চুমে সুনীল সাগর তল,
রবি-শশি-তারা-কেতু-উজলিছে অবিরল।
জগত নহেক স্থির "গচ্ছতি ইতি জগত",
ভাঙ্গিয়া সাগর তীর হয় দ্বীপ শত শত।

পলকে প্রলয় পায় ক্ষণেকে বিলয় সব,
হেরিয়া মহিমা তব মানব রহে নীরব।
ভাবুক ভাবেতে ভোর ভাবিয়া নাহিক পায়,
কবির কবিত্ব টুকু অতলে ডুবিয়া যায়।
সাধক সাধনে রত যোগী যোগে দিবানিশি,
যাজক যাগেতে থাকে আমি সুধু থাকি বসি।
আমিও তোমার প্রভো! সৃজিত এ ধরা তলে,
তুমি মাতা তুমি পিতা ত্যজনা অভাগা বলে।



বাঁশী

ঐ যমুনার (১) ওপার হ'তে বাজ্‌ল বাঁশী সই !
আর—কেমন ক'রে রই ॥

চাঁদ উঠেছে, ফুল ফুটেছে,
ভোরের বেলা ঘুম টুটেছে ;
বাঁশীর তানে মন ছুটেছে ; আকুলপরাণ হই।
তাই—শতেক বাধা সই ॥

নদীর ঘাটে, জলের পাটে, পড়্‌ল ছুটে ওই।
বলে—কোথায় বাঁশী কই ॥

দখিণ (২) বায়ে, উজান ব'য়ে গা ভাসিয়ে চল্‌ল বেয়ে ,
ফর্‌সা হ'ল ফুট্‌ল কমল ; বিমুখ তবু নই।
পাছু ছুট্‌ল যত সই (৩) ॥

(১) ঈড়া—ভগবতী গঙ্গা ; পিঙ্গলা—যমুনা নদী।
"ঈড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে সুষুম্নাচ সরস্বতী"

(২) "ঈড়া নাড়ী স্থিতা বামে, পিঙ্গলা দক্ষিণে স্থিতা"।

(৩) ইন্দ্রিয় প্রবাহ—(Sensary Current)

যমুনার ঐ কুলুধ্বনি ছাপিয়ে বাঁশী বাজে,
ঐ কৃষ্ণ ঠাকুর রাজে ;—
শ্যামল জলে, কদম তলে, নীলকমলের ষোড়শ দলে;-
নবীন-নীরদ-নীলিম-তনু, সুনীল সলিল মাঝে।
ঐ ভুবন মোহন সাজে॥

চরণ যুগল বদ্ধ মুখর, কনক-তুলা-কোটি ;
ঘেরা নীল বসনে কটি।
দুল্‌ছে শিরে নীল চিকুরে, সুনীলবর্হ ধীর সমীরে ;
নীল সাগরে ভাসছে নীলিম, কমল লোচন দুটী ;
তাঁর চরণ তলে লুটি॥



আমার দেশ

ঐ গো আমার দেশ,
ঐ চলে যায় উজল রবি,
আমার দেশ তুল্‌তে ছবি,
ঐ যে সুনীল সাগর পারে
ঐ যেখানে শেষ।
ঐ গো আমার দেশ ॥

আঁধার ঘেরা সীমার শেষে
আলোক ভরা দীপ্তি হাসে,
পুলক-ধারা যাচ্ছে ভে'সে,
উজল মোহন বেশ।
ঐ গো আমার দেশ ॥

ঐ—নিত্য নবীন শোভায় ঘেরা,
হর্ষে গীতে গন্ধে ভরা,
ঐ শুনা যায় আসছে ভাসি'
মধুর গীতের রেশ।
ঐ গো আমার দেশ ॥

ঐ—থরে থরে আস্‌ছে শুনি,
বেণু-বীণা-বংশী-ধ্বনি,
সুললিত লহর-মালায়
আসছে ভাবাবেশ।
ঐ গো আমার দেশ

ঐ—উল্লাসে আর মহোৎসবে,
মুখরিত মধুর রবে,
কম্পনে কম্পনে ছুটে
বিশ্ব ব্যাপি রেশ।
ঐ গো আমার দেশ॥

ঐ—সদাই ভাতে বিমল রাগে,
কতই কথা মনে জাগে,
ঐ সুদূরে পার কররে
সয়না দেরির লেশ।
ঐ গো আমার দেশ॥



শাশ্বত

নিবিড় আঁধার-আবরিত ছিল
যখন নিখিল দৃশ্য।
ছিলনা আকাশ, ছিলনা বাতাস,
অনল-সলীল-বিশ্ব॥
ছিলনা যখন জীব-জড় আর
সারাটী দিবস যামি।
ছিলনা তারকা চন্দ্র সূর্য্য,
ছিলে গো তখন তুমি॥
প্রভুত প্রতিভা অসীম মহিমা
অপার করুণা দানি'।
পালিছ সতত তোমারি রচিত
অখিল অবনি খানি॥
সৃজন-পালন-প্রলয় অবধি
নশ্বর কভু নহ।
শাশ্বত তুমি কাল মহাকাল
তোমারি আদেশ-বহ॥
পরম-পুরুষ পরমেশ্বর!
তোমারি করুণা চাহি।
তোমারি মতন দীর্ঘ জীবন
দাও, তব গান গাহি॥

তোমার দুয়ারে

আজি—সারাটী পথ এলেম ঘুরে তোমার দুয়ারে।

আমি—পথের ধুলায় মলিন, ঘরে যাই বা কি ক'রে

বাহিরিয়া তোমার কাজে

ভুলে গেলাম পথের মাঝে—

তোমার আদেশ, হারিয়ে লাজে—

এলেম্ গো ফিরে।

আজি—সারাটী পথ এলেন্ ঘুরে তোমার দুয়ারে॥

ঘুরে মলেম্ মিছে কাজে,

কত ব্যথাই বুকে বাজে,

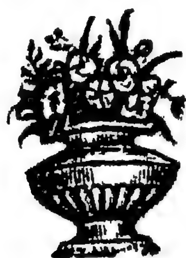
তোমার বাণী শুন্‌ব বলে

ডাকৃছি কাতরে।

তুমি—আমার ব'লে লও গো তু'লে

করুণা ক'রে।

আজি—সারাটী পথ এলেম্ ঘুরে তোমার দুয়ারে।



আপন আবাসে

শেষ করেছি বিদেশ-বাস, শেষ হয়েছে কাজ।
অনেক দিনের পর চলেছি আপন-বাসে আজ ॥
সাত্‌টী দুয়ার ঘেরা সে দেশ, অনেক দূরের পথ।
দেশের দ্বারে সন্ধ্যা এল, অতীত হল রাত ॥
প্রবাস হ'তে প্রয়াণ পথে, দেশের প্রান্ত দ্বারে।
সোচ্চ-শীর্ষ তোরণ-দ্বারে, ত্রিকূট-শিখর' পরে ॥
গম্ভীরে ঐ ডঙ্কা বাজে, অনাহত ধ্বনি।
শব্দ সাথে উদ্‌ঘাটিল, দেশের দুয়ার খানি ॥
আঁধার গেল আলোক এল, নবীন-প্রভাত-বেলা
সুপ্তি হ'তে মুক্তি লভি' চম্‌কে হেরি আলা ॥
ডঙ্কা-রবে মুক্ত হ'ল, আমার দেশের দ্বার।
চল গো পথিক! আপন-বাসে, সয়না দেরি আর
সুদূর হ'তে মধুর সুরে ডঙ্কা-ধ্বনি আসে।
নিখিল ভ'রে উদার স্বরে, অনন্তে রেশ মেশে ॥
শব্দ শুনি' স্তব্ধ হ'য়ে নীরব নিথর রই।
পলকে প্রাণ পুলক ভরা আপন হারা হই ॥

সুরের সাথে উথ্‌লে উঠে, সাধের সাগর খানি।
কতই দিনের সঞ্চিত সে, বাঞ্ছিত সে ধ্বনি॥
অতুল-আশায় আকুল হ'য়ে, দুকুল ছেয়ে তাই।
উচ্ছ্বসিত সাগর মত, উধাও হ'য়ে ধাই॥
কতই মধুর আপন আবাস কতই মধুর দেশ।
সদাই সেথা মহোৎসবে নাইক দুখের লেশ॥
স্মরণ করি' যে সব কথা, স্বপ্ন মনে হয়।
ছুটেছি তাই অধীর হ'য়ে, আর না দেরি সয়॥
ঐ বাজিল ডঙ্কা আবার, স্বরের টানে প্রাণ।
কে জানে কে টান্‌ছে যেন, ছুট্‌ছে অবিরাম॥
অবশ হ'ল অঙ্গ শেষে, শিথিল অবয়ব।
চল গো সাথি! লক্ষ্য করি, ঐ ডঙ্কা-রব॥



তুমি

ওগো—স্পর্শে কাহার, হর্ষে আমার
শিহরি উঠিল প্রাণ !
দরশে তোমার চিনেছি এবার
বাঞ্ছিত ভগবান !
নিখিল বিশ্বে নিমেষেও তব
নাহি পাই দরশন।
আমি—অধীর হইনু, তবুও ভাবিনু,
লভিব হে শ্রীচরণ ॥

তুমি—অন্তরে আছ অন্তরতম !
অন্তর আকুলতা—
নেহারি' তোমার হৃদয় সাগরে
থলিল বুঝি ব্যথা ?
করুণা ধারা সিঞ্চিত করি'
নির্ম্মল কর হৃদি।
কত—উজ্জ্বল তব আলোক মালায়
আবরিলে নিরবধি ॥

তব—কোমল কর স্পর্শনে জাগে
কম্পন সুখময়।
মধুময় তব দর্শনে, পদে
মজ্জিত হৃদি রয় ॥
সুন্দর তুমি, নির্ম্মল তুমি,
উজ্জ্বল তুমি হে।
ভাসে—তোমার রচিত নিখিল দৃশ্য
উজ্জ্বল প্রবাহে ॥
ঐ—রবি শশী তারা, তোমার প্রভায়
সুন্দর কত তারা।
সুধাংশু হেরিয়া উথলে সিন্ধু,
রবি হেরি' হাসে ধরা ॥
তোমার দরশে তোমার পরশে
পুলকে হরষে তাই
মম—আকুল হৃদয় সবি তোমাময়
তোমা' ছাড়া কিছু নাই।



তোমাতে

আমি—দূরে চ'লে যেতে চাই,
তুমি—কাছে নিতে চাও টেনে।
আমি—তোমারে ভুলিয়া যাই,
তুমি—আবরিয়া থাক প্রাণে।
তুমি—তব ভালবাসা দিয়া
মোরে—শিখাও গো ভালবাসিতে।
তুমি—জ্ঞান-কণা প্রদানিয়া
মোরে—জানাও তোমারে জানিতে॥
মম—হৃদয়-দুয়ারে আসি'
তব—সুকোমল কর পরশে।
কর—মৃদুঘাত দিবা নিশি
আমি—মুক্ত করি না তরাসে॥
তুমি—নির্ম্মল অনাবিল,
মম—হৃদি মলিনতাময়।
ওগো—কেমনে আসিবে বল
তাই মনে জাগে কত ভয়॥

তুমি—অনন্ত অপার মহান্
কিবা—সুবিশাল ব্যাপকতা।
মম—ক্ষুদ্র এ হৃদি খান
তুমি—কেমনে রহিবে হেথা॥

ওগো—এইত এসেছ হৃদে
কত—উজ্জ্বল রূপরাশি।
যেন—প্রভাত তপন ভাতে
হৃদে—ঘন কুহেলিকা নাশি'॥

এই—ক্ষুদ্র হৃদয় মাঝে
যেন্—বীজে মহীরুহ মত।
তব—মোহন মূরতি রাজে
হেরি—নিথর নয়নে কত॥

ওগো—পুনঃ কোথা চ'লে যাও
মনে—বাসনা-দানবী জাগে।
তুমি—কঠোর ত কভু নও
এস—হৃদয়ে নবীন রাগে॥

চাহি'—তোমারে ত পাই নাই'
আমি—চেয়েছি তোমারে লভি'
তবে—চাহিয়া কেন না পাই
একি—প্রহেলিকা হেরি সবি?

আবার—অন্তরে বাহিরে গো

হেরি—বিশাল বিশ্বোপরে।

তুমি—নব নব ভাবে জাগো

আমি—নিরখি নয়ন ভ'রে ॥

তব—প্রেমের পাথারে ভাসি

উচ্ছ্বসিত করুণা নীরে ॥

আসে—উজান তুফান রাশি

ডুবি'—অতলে তলাই ধীরে ॥



আমার সাধন মন্দিরে

নিথর নিশার নিবিড় আঁধার দিয়া
ঐ সুন্দর কে মন্দিরে মোর আসে,—
(ও সে) কিসের আশে, কিসের আশে, কিসের আশে ?
দুয়ার গেল আপনি উন্মোচিয়া
অন্তরে ধীর আলোকমালা ভাসে।
(কত) উজল ভাসে, উজল ভাসে, উজল ভাসে ॥
মধুর স্বরে মুরলী স্বনৃ উঠে
নিমেষ মাঝে নিখিল জুরে বসে,—
(ওরে) কাহার বশে, কাহার বশে, কাহার বশে ?
বিশ্ব আজি ব্যাকুল হ'য়ে ছু'টে
বদ্ধ হ'য়ে মধুর সুরের পাশে।
(সবে) তাঁহার পাশে, তাঁহার পাশে; তাঁহার পাশে।



অসীমে

অণু চাহে অসীমে মিশিতে ॥
আকাশে বাতাসে ছুটে, বাঁধন শতধা টুটে
বিরাট আঁধার ঘেরা— প্রলয় নিশিতে।
অণু চাহে অসীমে মিশিতে ॥
অণু চলে অসীমের পানে।
অনন্ত অচল মত, অসীম ও অবিরত
সুদূরে সরিয়া যায়
ক্ষীণালোক দানে।
অণু চলে অসীমের পানে ॥
অণু যায় অসীমে মিশিয়া।
কোন কাজে কার বশে, কোথা গিয়া কি সে মিশে
নিঃশেষে আপন হারা অসীমে পশিয়া ॥
অণু যায় অসীমে মিশিয়া।
অণু কোন অসীম মাঝারে।
কোন অনন্তের পানে, অবহিত কার ধ্যানে
উদার আকাশে কিম্বা অতল সাগরে।
অনু কোন অসীম মাঝারে ॥

অকূলে ভরাতরী

প্রলয়-ঘন-আঁধার রাতে
ওলট পালট্ ঝঞ্ঝাবাতে
টুট্‌ল বাঁধন তীক্ষ্ণস্রোতে
ছুট্‌ল তরি খানি!
ভেসে কোন সাগরের পানে।

তুফান ভরা নদীর বুকে
ত্বকূল বে'য়ে অকূল দিকে
কোন অজানা দেশের মুখে
ফেল্‌লে তরি আনি'
ও কি ? শব্দ কিসের আনে॥

ঐ অদূরে মহান প্রপাত
উঠে বিশাল সাগর-নিনাদ
নদীর বাঁকে শেওলার বাঁধ
বাঁধ্‌ল সে তরণী
আধেক-পথের মাঝখানে

বিমল প্রভাত আর ভাতে না,
উজল আলোক আর দিলে না,
তেমন ক'রে আর চলে না
বোঝাই তরি খানি
এমন—থাকবে কতই দিনে॥

নিত্য

আমি—চাহিনা হইতে অপার মহান
বিশাল ব্যাপক উচ্চ।
করে দাও মোরে বালুকা সমান
পরমাণু মত তুচ্ছ॥
বিশাল জলধি বিরাট পাহাড়
মহামহীরুহ বৃন্দ।
কেহই নহেক নিত্য তাহার
লয় হবে নাহি সন্দ॥
পৃথিবীতে থাকি নহ পৃথিবীর
তুমি সনাতন সত্য।
সূক্ষ্ম হইয়া ক্ষিতি জলাদির
পরমাণু শুধু নিত্য॥
অহমিকা ভরা এই অবয়ব
নিঃশেষে করে চূর্ণ।
সূক্ষ্ম হইয়া নিত্য হইব
নিত্যে মিশিব তূর্ণ॥

প্লাবন

সুপ্ত তখন্ গ্রামটী নিঝুম্ ভোরের বেলা।
বন্যা আসি' ভাসিয়ে দিলে, নাইক আলা॥
না দিতে আর অরুণ আভাস,
না হ'তে গো কমল বিকাশ,
জাগ্‌ল নাক সুপ্ত আবাস,
উঠ্'ল নাক মধুর তানে পাখির মেলা।
সুপ্ত ছিল গ্রামটী তখন ভোরের বেলা॥
শুক্ তারাটী দীপ্ত উদার আকাশ গায়ে।
আঁধার ভরা বিশ্বপানে রইল চেয়ে॥
নীরব নিথর দৃশ্য খানি,
নাই কলরব নাইক বাণী,
নাই জাগরণ, সুপ্ত প্রাণী,
কোথায় হ'তে বিশাল বন্যা ফেল্‌লে ছেয়ে।
শুক্ তারাটী দীপ্ত তখন আকাশ গায়ে॥

প্লাবন ব'য়ে উঠ্‌ল ধেয়ে মৃত্যু লীলা !
প্রলয় কালে ছাইল যেন মেঘের মালা ॥
কোলাহলে ফাট্‌ল আকাশ,
বইল বেগে বিষম বাতাস,
কিসের প্লাবন ? কিসের প্রকাশ ?
কোথায় নিয়ে মিশ্‌ল কিসে ? কাহার খেলা ?
লুপ্ত হ'ল গ্রাম্‌টী নিঝুম ভোরের বেলা ॥



বদ্ধ-জীব

(তুই) বল্‌গো মধুকর!
ওগো—ও বন-ভ্রমর!
কোন কাননে কোথায় ছিলি কোন ফুলেরি মাঝে।
বদ্ধ হ'লি পদ্ম-মাঝে আঁধার ভরা সাঁজে।।
কিসের আশায় এসেছিলি কিসে করি ভর।
(তুই) বল্‌গো মধুকর!
ওগো—ও বন-ভ্রমর!
(তুই) বনের অলি বনে ছিলি বনের কুসুম পিয়ে।
(আজ) ছুটে আসি' লুটে পড়িস্ কাহার আভাস পেয়ে?
যাহার তরে এসেছিলি কিসে প্রিয়তর?
(তুই) বলবৃগো মধুকর!
ওগো—ও বন-ভ্রমর!



বদ্ধ যদি হ'লি, কোরক কাট্‌লি নাক কেন ?
সারাটী রাত জেগে বসে কর্‌লি কাহার ধ্যান ?
উৎকণ্ঠায় প্রভাত আশায় ? একি দুঃখ কর !
(তুই) বল্‌গো মধুকর !
ওগো—ও বন-ভ্রমর !
তামরসের আশায় কোরক কাট্‌লিনাক বুঝি ?
যা' চেয়েছিস্ তা' পেলি কি ? কর্‌লি কিছু পুঁজি ?
(না) যা'-ছিল তোর দিয়ে গেলি শুধু পদ্মোপর ।
(তুই) বল্‌গো মধুকর !
ওগো—ও বন-ভ্রমর !



প্রত্যর্পণ

তোমার দেওয়া মতি তুমি লও গো ফিরায়ে।
অমূল্য যে রত্নভার
যত্ন নাহি জানি তার
মাত্র শুধু অহঙ্কার
দেয় গো বাড়ায়ে।
তোমার দেওয়া মতি তুমি লও গো ফিরায়ে ॥

অহমিকায় অভিমান
অভিমানের বিষম টান
শিশু আমি সরল প্রাণ
ফেলি গো হারায়ে।
তোমার দেওয়া মতি তুমি লও গো ফিরায়ে ॥

চাই না কিছু অন্য আর
তোমার হাতেই আমার ভার
আবার কোমলতার ধার
দাও গো ভরায়ে।
তোমার দেওয়া মতি তুমি লও গো ফিরায়ে ॥

অলক্ষিতে আছ সাথে
চালাও আমায় তোমার পথে
তোমার আভা সদাই ভাতে
আমার হৃদয়ে।
তোমার দেওয়া মতি তুমি লও গো ফিরায়ে ॥

অবসান

থেমে গেছে আজ ভীষণ সমর, নেমেগেছে আজ সমর সাজ।
ঘুচে গেছে খর-শোণিত প্রবাহ ; মুছিছে শান্তি সলিলে আজ॥
ঝাপটে দাপটে মথিত মেদিনী গর্ব্বে দম্ভে দলিত বিশ্ব।
দীপ্ত মহান রণ-দাবানল দগ্ধ তপ্ত নিখিল দৃশ্য ॥
শান্তি সলিল সিঞ্চনে বিভু শান্ত করহে সারাটা দেশ !
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ ॥
আপন বাসনা সাধন করিতে যুগে যুগে হও মর্ত্তে তীর্ণ।
মুগ্ধ মানবে মোহ অপসারি' পুণ্য ভারায় করহে পূর্ণ ॥
উচ্ছৃঙ্খল ক্ষত্রিয় কুলে কুরুক্ষেত্রে করিয়া ধ্বংস।
সৃজিলে নবীন ধর্ম্ম রাজ্য পুণ্য করিলে পুণ্য বংশ ॥
শান্তি-সলিল-সিঞ্চনে বিভু ! শান্ত করহে সারটা দেশ।
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ ॥
ফরাসী রাজ্য বর্দ্ধিত করি' দিলে স্বাতন্ত্র্য, সাম্য মৈত্রী।
স্বাধীনতা স্বাদ কতনা মধুর দানিয়া দেখালে, জানে ধরিত্রী ॥
উন্মেষে উঠে ঊর্দ্ধ শীর্ষ বিজয়-গরিমা ভরা নিশান।
মাতায়ে তুলিলে কর্ম্ম-জগতে কাঁপায়ে গভীর বিজয় তান ॥

'শান্তি-সলিল-সিঞ্চনে বিভু! শান্ত করহে সারাটা দেশ।
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ॥
গর্ব্ব খর্ব্ব করি বাবিলনে য়িহুদী জাতির দাসের ভার—
মুক্ত করিয়া ব্যক্ত করিলে "কেহ কার দাস রবেনা আর"
ভাবিবাণীমত ঈশার আননে ফুটালে ত তাই "হে বাবিলন
খসিবে মুকুট পড়িবে নিশান, অচিরেই তোর হইবে নিধন"॥
শান্তি সলিল সিঞ্চনে বিভু! শান্ত করহে সারাটা দেশ।
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ॥
পারসিক কবি ঘোসিল সত্য "জবর্, জমিন্, জেনা এ তিন—
সারা দুনিয়ার খুনের কারণ" আনিছে আপদ দিনের দিন॥
ভূমির জন্য ভারত যুদ্ধ, জাপানে লুটাল জারের মান।
নারী-তরে নাশে কীচক, রাবণ, অর্থে মীর্জ্জাফরের প্রাণ॥
শান্তি-সলিল-সিঞ্চনে বিভু! শান্ত করহে সারাটা দেশ।
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ॥
মহান্ সমরে জাগিল বিশ্ব, নবীন আলোক ভাতিল দীপ্ত।
পারস্কি' কায়জারে বুঝালে নরেরে শক্তির মোহ নহেক শক্ত॥
স্বাধীন করিলে স্বাধীন মানবে সাধিলে অপার শান্তি দান।
উৎসবে আর উল্লাসে মহী মোহিত করিলে হে ভগবান্!
শান্তি-সলিল-সিঞ্চনে বিভু! শান্ত করহে সারাটা দেশ।
সিক্ত করহে শুষ্ক হৃদয়, পূর্ণ করহে শূন্য লেশ॥

ধন্বন্তরি

পীয়ূষ-পয়োধি মন্দর দিয়া মন্থনি' সুর-অসুর বৃন্দ।
তুলিল তোমারে দানিলে সবারে, অতুল-অমল-অমৃত স্যন্দ॥
দুর্ব্বাসা-শাপ মুক্ত হইল, তবক রুণায় দেবতা ইন্দ্র।
অমর হইল অখিল অমর, দীপ্ত তপন-তারকা-চন্দ্র॥
নিখিল ছাপিয়া উঠে যশো গান, অসীম মহিমা অশেষ কীর্ত্তি।
দেবতা-দানব-অসুর-মানব আজিও পূজিছে তোমারি মূর্ত্তি॥
বিষ্ণু-অংশে সম্ভূত হ'য়ে লভিলে যজ্ঞ হোমের আজ্য।
প্রবল প্রতিভা প্রদানি' প্রভায় বিজয় করিলে বাসুকি-রাজ্য॥
আদিম-বৈদ্য-শঙ্কর দেবে লভি' আচার্য্য মহিমাময়ে।
মন্ত্রমুগ্ধ বিশ্ব-জগৎ মুখরিত বেদ-পুরাণ চয়ে॥
নিখিল ছাপিয়া উঠে যশোগান, অসীম মহিমা অশেষ কীর্ত্তি।
দেবতা-দানব-অসুর- মানব আজিও পূজিছে তোমারি মূর্ত্তি॥
আয়ুর্ব্বেদের ভাতিল গরিমা, চতুর্ব্বেদের তুলিলে তান।
অগ্নিহোত্রী হইয়া মর্ত্তে আর্ত্তজনেরে করিলে ত্রাণ॥
দিব্য আলোক দিলে নবযুগে দানি' অনন্ত শল্য-যন্ত্র।
গৌরব ভরা ব্রহ্মা-গ্রথিত লক্ষ শ্লোকের বৈদ্য-তন্ত্র॥
নিখিল ছাপিয়া উঠে যশোগান অসীম মহিমা অশেষ কীর্ত্তি।
দেবতা-দানব-অসুর-মানব আজিও পূজিছে তোমারি মূর্ত্তি॥

জন্মিলে পুনঃ জাহ্নবীর কূলে বারাণসীধামে পুণ্যতীর্থে।
বৈদ্য দীর্ঘতপার পুত্র—"দিবোদাস" নামে ঘোষিল মর্ত্তে ॥
ভরদ্বাজের শিষ্য হইয়া মুনি মহর্ষি করিলে শিষ্য।
বৈদ্য-তন্ত্র অষ্টঅংশে রচিয়া ব্যাপিলে অখিল বিশ্ব ॥
নিখিল ছাপিয়া উঠে যশোগান অসীম মহিমা অশেষ কীর্ত্তি।
দেবতা-দানব-অসুর-মানব আজিও পূজিছে তোমারি মূর্ত্তি ॥
অধুনা তোমার প্রতিভোজ্জ্বল কীর্ত্তি-পুঞ্জ অতীব ম্লান।
লুপ্ত হয়েছে শস্ত্র-বিদ্যা গুপ্ত শারীর-তন্ত্র জ্ঞান ॥
তোমার গোত্রে সঞ্জাত মোরা রহেছি জুড়িয়া ভারত-মঞ্চ।
মুক্ত করিব মহিমা তোমার উজ্জ্বল করি' কীর্ত্তি পুঞ্জ ॥
বরিষ আশিষ তুলি যশোগান অসীম মহিমা অশেষ কীর্ত্তি।
দেবতা-দানব-অসুর-মানব আজিও পূজিছে তোমারি মূর্ত্তি ॥



মৃত্যু-মিলন

ঐ সে চাঁদের দেশে,·
সেথা—সুনীল-উদার আকাশ ভরা
বিশ্ব-জগৎ পাগলকরা—
শুভ্র-চাঁদের শান্ত-কিরণ
স্নিগ্ধ-ধারায় ভাসে।
ঐ সে চাঁদের দেশে॥
সেথা—উথ্‌লে উঠে সুধার সাগর,
প্লাবন ব'য়ে বইছে লহর,
উঠ্‌ল ফুটে আমার প্রিয়,
ঐ যে চাঁদের পাশে
ঐ সে চাঁদের দেশে॥
ওগো—কে কহিল মৃত্যু-বিনাশ,
ত্যাগ করেছে আমার আবাস,
ত্যাগ করেনি বিশ্ব তবু,—
তারার মালায় হাসে
ঐ সে চাঁদের দেশে॥
আমি—সারাটা রাত ব'সে একা,
আকাশ পানে পাইগো দেখা,
ফুটল ধীরে, ডুব্‌ল আবার,—
আবার ফিরে আসে।
ঐ সে চাঁদের দেশে॥

ঐ—খ'সে আসে একটী তারা
কাহার কুটীর উজল্ করা'
সময় শেষে, ফির্‌ল বাসে,
কাহায় ভাল বেশে ?
ঐ সে চাঁদের দেশে ॥
সেথা— নাইক ব্যথা, নাই বেদনা,
নাইক ব্যাধি, নাই যাতনা,
তাই বুঝি সে মোদের ত্যজি'—
সে দেশ ভালবাসে।
ঐ সে চাঁদের দেশে ॥
আমি—কই নীরবে কতই কথা,
বুকে চেপে বুকের ব্যথা,
এতেই সুখ, কতই সুখী
কাজ কি আমার আশে ?
ঐ সে চাঁদের দেশে ॥
তব—মধুরবাণী হে ভগবান !
নাইক নরের বিনাশ বিধান,
সে আছে তাই ফুল্ল আছি
রাখ তায় উল্লাসে।
ঐ সে চাঁদের দেশে ॥



শান্তি

মোরা—চাহি হে শান্তি ঘুচাও ভ্রান্তি
জয় পরাজয় কামনা।
কে বিজয়ী ভবে কে কারে জিনিবে
কে জিত কে জয়ী বলনা॥
কে নাশে কাহারে কেহ নাহি মরে
এ বাণী হরির ঘোষণা।
আজি যাহা রবে কাল না রহিবে
জগতের এই চালনা॥
সে বৈদিক যুগে হোমে-যোগে-যাগে
কামনা করিত ঋষিরা।
বিনাশি অরাতি দাও হে মুকতি
হে বাসব! যাচি আমরা॥
ভ্রান্তির আবেশে যাচিত এদেশে
বিফল এমন যাচনা।
দেবতা মহান্ সকলে সমান
তাঁহার সমীপে জান না?

নিখিল পুরাণে তদনুসরণে
"দ্বিষোজহি" রবে যাচিছে।
কে কারে জিনিবে দেবতা আহবে
অসুরে বিজিত হয়েছে ॥
কালের ধর্ম্ম কালের কর্ম্ম
সাধিবে জগতে নিয়ত।
হিংসা ঘুচাবে শান্তি দানিবে
আবার বহাবে শোণিত ॥
এখন মানবে যাচিছে নীরবে
বিচার-আলয়ে যাইতে।
জয় দাও মোরে যোড়শোপচারে
দানিব দেবতা! পূজাতে ॥
কে শুনে সে কথা কে বুঝে সে ব্যথা
দেবতার কে বা অরাতি।
চাহি নাক জয় নাহি পরাজয়
দাও দেব! শুধু শান্তি ॥



মান-ভঞ্জন

সুন্দর শ্যাম সুন্দর ধাম সুন্দর-ধরা-সার।
সারা নীলিমায় সুন্দরতম সারভূত যমুনার॥
কনক-লতিকা রাধিকা নিরখি' শ্যামসুন্দর পানে।
আকুল-নয়নে আশা নাহি মানে উথলে রূপের বানে॥
অনিমিষ আঁখি অলস আবেশে আবেগে আপন হারা।
তটিনী মিলিল সাগরের সনে নয়নে নয়ন-ধারা॥
সরেনাক কভু সারাটা অঙ্গে রাধিকা-নয়ন দুটী।
আধেক অঙ্গ হেরিয়া বিভোরা মনসাধ যায় টুটী॥
খঞ্জন আঁখি বদ্ধ শ্যামের সুন্দর কেশপাশে।
শক্ত নহেক মুক্ত করিতে নিবিড় জড়ায়ে আসে॥
মুখ-পাণি-পাদ-পদ্মে যখন রাধার পদ্ম আঁখি।
মিশে ধীরে ধীরে কভু নাহি সরে আপন স্বজাতি দেখি॥
তিলেক অঙ্গে কতনা সুষমা, নিখিল দরশ আশে।
'আশাটী আবরি' চাতুরী পাশরি' চতুরা মানেতে বসে॥
বক্ষে দুলিল উজ্জ্বল প্রভ কৌস্তুভ-মণি-হার।
মান মনে মানি' শ্যামসুন্দর বসিল পদে রাধার॥

বিম্বিত হ'ল কৌস্তুভ মাঝে শ্যামের নিখিল অঙ্গ।
সারাটা সুষমা হেরিয়া মুগ্ধা মানিনী মোচিল
অবনত শিরে কৌস্তুভ পরে নয়ন না ফিরে আর।
শূন্য তখন বাহ্য জগৎ বহে শুধু রূপ-ধার॥
নীলিমা নিলীন সুনীলিম নীরে সুনীল গগন তলে
সুনীলিমাময় যমুনায় বয় সুনীল শ্যামের তলে॥



বিজয়

(আমার) শত্রু-নিচয় বিজয় হল সে এক গভীর রাতে।
তখন অস্তমিত সূর্য্য-শশী,
নিষ্প্রভ নক্ষত্র রাশি,
বিশ্ব অসীম আঁধার ঘেরা নিবিড়-নিকষ ভাতে।
(আমার) শত্রু-নিচয় বিজয় হল সে এক গভীর রাতে॥
গম্ভীর হুঙ্কারে ভরা,
শত্রু সকল ধ্বংস করা,
শব্দ ভেদি' ফাট্‌ল আকাশ প্রলয় ঝঞ্ঝাবাতে।
(আমার) শত্রু-নিচয় বিজয় হল সে এক গভীর রাতে॥
বিভীষিকায় তপ্ত শ্বসি
দম্ভভরা রিপুর রাশি
চতুর্দ্দিকে অট্ট হাসে ভীষণ চীৎকারেতে।
(আমার) শত্রু-নিচয় বিজয় হল সে এক গভীর রাতে
শত্রু নাশে লণ্ডভণ্ড
সমুল্লাসে এ ব্রহ্মাণ্ড
ছাইল আবার নূতন আলোক নবীন সুপ্রভাতে।
(আমার) শত্রু-নিচয় বিজয় হল সে এক গভীর রাতে॥

বর্ষ বরণ

এস গো নবীন বর্ষ !
উৎসবে আজি উল্লাসে নাচি,
উথলে ভারতবর্ষ ॥
মোদের মোহনপুরে।
মঙ্গল-গানে শঙ্খের স্বনে
হর্ষ উঠিছে ভ'রে।
মঙ্গল ঘট দ্বারে।
পুষ্পের ভার পুষ্পের হার
শোভিছে সৌধশিরে ॥
নবীন প্রয়াসী মোরা।
নবীনের তরে উৎসাহ ভরে
যাপিছি জীবন সারা ॥
আসিতে আদিম কালে।
বর্ষ বরণে অগ্রহায়ণে
(তাই) অগ্র-হায়ণ বলে ॥
নব অভিলাষী তাই।
প্রাচীন ত্যজিয়া মাধবে মজিয়া
পুরাতন রাখি নাই ॥

নিখিল জগতে হেরি।
শীত সমাগম বরষ প্রথম
তাই তারে পরিহরি॥
নূতন, মধুর তাই।
প্রাচীন ত্যজিতে নূতনে বরিতে
তৃষিত নয়নে চাই॥
এসেছ করুণা ক'রে।
মঙ্গল কর সান্ত্বনা কর
সুখ দাও থরে থরে॥
অতীতের গাথা মাঝে।
অতীতের কথা অতীতের ব্যথা
সঘনে মরমে বাজে॥
অপসারি তাপ-রাশি।
অতীতের স্মৃতি অতীতের বিধি
ডুবাও অতীতে পশি'॥
হারা'য়ে ফেলিছি কত।
উজ্জ্বলতম ভারত-রতন
মিশেছে অতীত মত॥
তাদের কেমনে ভুলি!
হাঁসায়ে মায়েরে কাঁদায়ে মায়েরে।
যাহারা গিয়াছে চলি'॥

শোকের মাঝারে হর্ষ।

দেছে প্রাণ রণে যাঁদের বিহনে

বীরভূ ভারতবর্ষ।

স্বাগত নবীন বর্ষ।।

বিতর শান্তি ঘুচাও ক্লান্তি

ফুটাও নবীন হর্ষ।।

সাদরে ল'য়েছি ব'রে!

যা' আছে তোমার শুভ-সুখ-ভার

দাও হে মোদের শিরে।।



পতন

স্থষ্টি আদিতে স্থষ্ট যাঁহারা স্রষ্টা যাঁদের আদিম ধাম।
সত্যে যাঁদের স্বর্গ রাজ্যে, মূরজ মন্দ্রে ঘোষিল নাম ॥
মুখরিত করি' ঋকের মন্ত্র, সামের ছন্দ, যজুর যাগ।
আয়ুর্ব্বেদের মহিমা বিতরি, ছাপিল বিশ্বে নবীন রাগ ॥
দেবতা বংশাবতংস সেই, বৈদ্যজাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ ॥
জগতের হিতে হিমগিরি-তটে মিলিল যে জাতি লক্ষ লক্ষ।
দানিল শান্তি, ছাইল সারাটা ভারত মাতার বিপুল বক্ষ ॥
দেবরাজ সনে আসীন আসনে রত সুধাপানে দেবতাদস্র।
ব্যাধি-বিমুক্ত অমর বৃন্দ যাঁহার করুণা লভি অজস্র ॥
বৈদ্য-বংশাবতংস সেই, বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ ॥
অমৃতাচার্য্য অমৃত দানিল স্পর্শে পুণ্য সিন্ধুদেশ।
আজিও যাঁহার নাম কীর্ত্তনে মুক্ত মানব ব্যাধির লেশ ॥
অত্রি যাঁদের কীর্ত্তি ছাইল গৌরব গাথা বিশ্বময়।
অতুল প্রতিভা দানি' সুশ্রুত রচিল শল্য-শাস্ত্র-চয় ॥

দেবতা-বংশাবতংস সেই, বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ।।
শব্দ শাস্ত্র দিল বোপদেব শ্রীপতি-জুমর-পদ্মনাভ।
বিষ্ণুগুপ্ত-কৃপায় ভারত অর্থ-শাস্ত্র করিল লাভ॥
কাব্য জগতে নূতন আলোক আনে কালিদাস-ভরত-ভাস।
মধুর ছন্দ গাঁথিল গাথায় পিঙ্গলনাগ-গঙ্গাদাস॥
দেবতা-বংশাবতংস সেই, বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ।।
পুণ্যতীর্থে পুণ্য প্রভায় নৃপ দিবোদাস শাসিল দেশ।
শঙ্কিত শিব-অমর বৃন্দ, গাহিল পুরাণে কীর্ত্তিরেশ॥
মহা বিক্রমে বিক্রমার্ক উদিল বিশাল আর্য্যাবর্ত্তে।
কোবিদ সুহৃদ সে নৃপমণির গুন গাথা গায় আজিও মর্ত্তে॥
দেবতাবংশাবতংস সেই বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ।
প্রবল প্রতাপে নৃপ আদিশূর সাধিল বিশ্বে মহান কর্ম্ম।
বৌদ্ধ-ধর্ম্ম-প্লাবিত-ভারতে স্থাপিল আবার হিন্দু ধর্ম্ম॥
অসীম শৌর্য্যে জিনিয়া কনোজে আনিল পঞ্চ অগ্রজন্মা।
সমর বিজয়ী নীচ জাতিগণে ঘোষিল সঘনে হইলে শর্ম্মা॥
দেবতা-বংশাবতংস সেই, বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ॥

কুলীনের প্রথা প্রচারিল রাজা বল্লাল সেন ভারতবর্ষে।
দানের সাগর তাঁহার আদেশ মানিল গৌড় আনত-শীর্ষে ॥
বিজয় হেলায় বিজিল লঙ্কা বিজয় ডঙ্কা কাঁপায়ে নীর।
মথিয়া জলধি, দলিয়া মেদিনী, উড়িল পতাকা উচ্চ শির ॥
দেবতা-বংশাবতংস সেই বৈদ্যজাতির পতন আজ ॥
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ ॥
উদিল ভারতে ভক্ত ভাবুক সাধক সুকবি রামপ্রসাদ।
সঙ্গীতে মহামুক্তি লভিল জগন্মাতার পরশি' পাদ ॥
হরষে বিশ্ব উচ্ছ্বাস ভরা মধুর গানের মূর্চ্ছনায়
সুধা ধারা বয় আজিও লুটায় ধ্বনিছে সে রেশ আকাশ গায় ॥
দেবতা-বংশাবতংস সেই, বৈদ্য জাতির পতন আজ।
কেন গো তাঁদের লুপ্ত গরিমা কেন গো আবরি' আননে লাজ ॥



ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ ভবন

তিনটী ভিত্তির উপর স্থাপিত

১। বিশুদ্ধ ঔষধ ও সযত্নে ব্যবস্থা।

২। ঔষধ রক্ষা সম্বন্ধে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি।

৩। সকল বিষয়ে বিশ্বস্ততা।

তিনটী বিষয়ে লক্ষ্য—

১। সকল ঔষধই রোগারোগ্যের জন্য প্রস্তুত।

২। সর্ব্বদা প্রচুর পরিমাণে ঔষধাদি রক্ষা।

৩। সাধারণের জন্য উচিত মূল্য নিরূপণ।

তিনটী বিষয়ে সুবিধা—

১। রোগীর পত্রাদি অন্যের নিকট অপ্রকাশ্য।

২। স্বয়ং কবিরাজ মহাশয়ের দ্বারা ঔষধ ব্যবস্থা।

৩। সযত্নে ও সত্বর ঔষধাদি মফস্বলে প্রেরণ।

নিবেদন

জাতীয়-জীবন গঠনের জন্য যে সকল উপাদান আবশ্যক তন্মধ্যে জাতীয় চিকিৎসা-শাস্ত্র একটি প্রধান উপাদান। প্রাচীনকালে ভারতের জাতীয় জীবনের উন্নতির যুগে জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রও চরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। পরে জাতীয় জীবনের অধঃপতনের সঙ্গে উহা ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়াছে, আবার এই জাতীয় জীবনের পুনরুদ্ধারের যুগে জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রকে উন্নত করা ভারতবাসী মাত্রেরই কর্ত্তব্য নহে কি ? আয়ুর্ব্বেদ কি ছিল, কেমন ছিল, জগতের বিবিধ চিকিৎসা-শাস্ত্র উহার নিকট কিরূপ ঋণী, বর্ত্তমানে উহার অধঃপতনের কারণ কি ইত্যাদি বিষয় বহুশঃ আলোচিত হইয়াছে, তাহার আর চর্ব্বিত চর্ব্বণ নিষ্প্রয়োজন। তবে আমাদের বক্তব্য এই যে, শল্যতন্ত্র (Surgery Midwifery) বিষয়ে আয়ুর্ব্বেদীয় চিকিৎসার প্রায় লোপ ঘটিলেও কায়চিকিৎসক (Physician) গণের মধ্যে আয়ুর্ব্বেদীয় শিক্ষিত চিকিৎসকগণের পদমর্য্যাদা এখনও অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে।

যাঁহারা আয়ুর্ব্বেদের নামে নাসিকা কুঞ্চিত করেন, তাঁহারা স্মরণ রাখিবেন, যে তাঁহাদের গুরুস্থানীয় বহু উচ্চপদস্থ ইংরাজ—ডিসেণ্ট্রি, নার্ভাস-ডেবিলিটি প্রভৃতি রোগাক্রান্ত হইয়া আয়ুর্ব্বেদের কৃপায় রোগমুক্ত হইয়াছেন এবং যাঁহারা সংশয়ী তাঁহারা একবার আসুন, আয়ুর্ব্বেদ যে কিরূপ অনতিক্রমণীয় বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত এবং অন্যান্য

শাস্ত্রোক্ত ঔষধ অপেক্ষা আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ যে কত অধিক ফলপ্রদ ও নিশ্চয়াত্মক তাহা প্রত্যক্ষ করুন।

আয়ুর্ব্বেদ-বিদ্যায় প্রবেশ লাভ করা বহু শাস্ত্রজ্ঞান সাপেক্ষ্য। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায় অনেকে সামান্য কিছু অধ্যয়ন করিয়াই কাবরাজী করিতেছেন এবং অসারের আড়ম্বরে বিজ্ঞাপন প্রচারে আয়ুর্ব্বেদের কলঙ্ক ঘোষণা করিতেছেন, আমাদিগের কবিরাজ মহাশয়, সংস্কৃত কলেজ হইতে চতুর্দ্দশবর্ষকালব্যাপী ব্যাকরণ, কাব্য, ন্যায়, সাঙ্খ্য, বেদ, বেদান্ত প্রভৃতি অধ্যয়ন করিয়া পরীক্ষায় উচ্চ উপাধি মণ্ডিত হইয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়নান্তে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়া চিকিৎসা কার্য্যে ব্যাপৃত হইয়াছেন। বর্ত্তমানেও শিষ্যবর্গকে নানা শাস্ত্র অধ্যাপনা করিয়া শাস্ত্র মহিমা সমুজ্জ্বল ও সাফল্য মণ্ডিত করিতেছেন।

আধুনিক পাশ্চাত্যবিজ্ঞান জীবাণুসম্বন্ধীয় বহুতথ্যের আবিষ্কার, কয়েক প্রকার রোগ নির্ণয় যন্ত্রের প্রচলন এবং কয়েক প্রকার সিদ্ধফল ঔষধ আবিষ্কার করিয়া রুজার্ত্ত জনগণের অশেষ কল্যাণসাধন করিয়াছেন। প্রাচীনমতাবলম্বী চিকিৎসকগণ এই গুলিকে অবজ্ঞার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, কিন্তু আমাদিগের ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ ভবনের প্রতিষ্ঠাতা কবিরাজ মহাশয় ছাত্রজীবনে অধ্যাপকদিগের সাহচর্য্যে এই সকল বিষয়ের সার্থকতা পদে পদে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তজ্জন্য সে গুলি দূরে পরিত্যাগ না করিয়া সাদরে গ্রহণ করিয়াছেন, ইঁহার বহু আয়াসলব্ধ চিকিৎসাজ্ঞান কিরূপ ফলপ্রসূ সাধারণের নিকট তাহার পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

ম্যানেজার।

অবলা জীবন

অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক যাবতীয় স্ত্রীরোগে আশু উপকারী। বন্ধ্যাত্ব দোষ নাশক, দৈবশক্তি সম্পন্ন অমোঘ মহৌষধ! ইহাতে জরায়ুদুষ্টি রজোদুষ্টি ও রজঃ কৃচ্ছ্রতা দূর হয়। মাসিক ঋতু না হওয়ায় তলপেটে ও কোমরে বেদনা বা অতিকষ্টে বেদনার সহিত অল্প ২ রজঃ স্রাব, মাসে ২।৩ বার ঋতু হইয়া অধিক দিন পর্য্যন্ত থাকে, অথবা একেবারে ঋতুবন্ধ হইয়া মুখ, নাক, কান, মলদ্বার দিয়া রক্তস্রাব হওয়া তলপেটে গুল্মাকৃতি হইযা উপরের দিকে ঠেলিয়া উঠার জন্য মূর্চ্ছাভাব (Hysteria) বা মূর্চ্ছা, সর্ব্বদা বমনেচ্ছা, মাথা ঘোরা, ঝাপ্‌সা দেখা, অনিদ্রা, দুর্ব্বলতা, বুক ধড়্‌ফড়্‌ করা, মনের অপ্রসন্নতা ও ক্ষুধামান্দ্য প্রভৃতি নানাপ্রকার উপসর্গ এবং কৃষ্ণাভ অল্প রক্তস্রাব প্রভৃতি নিরাময় করিয়া সৌন্দর্য্য ও লাবণ্য বৃদ্ধি করে।

মূল্য—১ সপ্তাহ সেবনোপযোগী ১৲ টাকা।
৩ " " ২৷৷০ টাকা।

মহাদ্রাবক

গুরুপাক, দুষ্পাচ্য আহার বা অতিরিক্ত ভোজন জন্য দম্‌কাভেদ-বমী, পেটফাঁপা, পেটের যন্ত্রণা, দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা, বুকজ্বালা, পিপাসা প্রভৃতি উপসর্গাদি সহ অজীর্ণ ও অতিসার নিবারিত হয় এবং জঠরাগ্নি পুনর্ব্বার প্রদীপ্ত হইয়া উঠে। মূল্য—১ শিশি ৷৷০ আনা।

মহান্তোয়েষ্ট

পারদ-দোষ নাশক মহৌষধ। ইহাতে সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব সহ উপদংশ, গর্ম্মি, .(সিফিলিস্) রোগের মূলচ্ছেদ করে। ইহা রোগের প্রথম হইতে শেষ পর্য্যন্ত সর্ব্বাবস্থায় ব্যবহার্য্য। জননেন্দ্রিয়ের ক্ষত, যন্ত্রণা, বাগী (Bubo), সর্ব্বশরীরে চাকা চাকা বিন্দু বিন্দু বিসর্প (Eruption), জ্বর, হস্ত-পদ-তলে কাল কাল ব্রণ ও চর্ম্ম উঠিয়া যাওয়া, গলদেশে ক্ষত, চক্ষুর কৃষ্ণভাগের অভ্যন্তরে অত্যন্ত কষ্টপ্রদ প্রদাহ (Iritis), অস্থি প্রদাহ (Periostitis), জঙ্ঘারও মস্তকের বা বুকের হাড় ফুলিয়া উঠা, নাসিকা প্রভৃতির কোমল অস্থি সকল পচিয়া যাওয়া, অস্থি-সন্ধির স্ফীতি (syphilitic arthritis) হওয়া, বাতে পঙ্গু হইয়া পড়া, পক্ষাঘাত বা আক্ষেপ, অণ্ডকোষ প্রদাহ ও দারুণ ক্ষত বা নালী ঘা হইয়া পুরুষত্ব নষ্ট হওয়া প্রভৃতি মন্ত্রশক্তির ন্যায় আরোগ্য করে।

মূল্য—১ শিশি ১।০ টাকা

৩ শিশি ৪ টাকা।

অগ্নিষাড়ব

অগ্নি-বর্দ্ধক, মুখ রোচক মহৌষধ। ইহা আহারান্তে সেবন করিলে অম্ল, অরুচি, অগ্নিমান্দ্য, অতিসার, কোষ্ঠবদ্ধতা প্রভৃতি দূরীভূত করিয়া খাদ্য-দ্রব্য সুচারুরূপে জীর্ণ করে এবং সেবন মাত্রেই জঠরাগ্নি উদ্দীপিত হওয়ায় ইহার ক্রিয়া সঙ্গে সঙ্গে অনুভূত হয়!

মূল্য—১ শিশি ১৲ টাকা।

৩ শিশি ২।।০ টাকা।

অর্শারি

বিনা অস্ত্র চিকিৎসায় অর্শ রোগ আরোগ্য হয়, যে অর্শরোগ শাস্ত্রে অসাধ্য বা যাপ্য বলিয়া কথিত হইয়া থাকে এবং যাহা পাশ্চাত্য মতে অস্ত্র চিকিৎসায় দুইমাস কাল শয্যাগত থাকিয়া আরোগ্য হইতে পারে, সেই দুশ্চিকিৎস্য অর্শ রোগ বিনা ঔষধ সেবনে মাত্র বাহিরে লাগাইয়া আট দিনে আরোগ্য না হইলে মূল্য লওয়া হয় না। ইহাতে নরদেহের অনিষ্টকারী কোন প্রকার দূষিত পদার্থ না থাকায় নির্ব্বিঘ্নে ব্যবহার চলিতে পারে। ইহার দ্বারা ষড়্‌বিধ অর্শ, বহির্ব্বলী বা অন্তর্ব্বলী, রক্তস্রাবাদি সকল প্রকার যন্ত্রণার সহিত বহুদিনের পুরাতন ও দুঃসাধ্য হইলেও ঐন্দ্রজালিক ক্রিয়ার ন্যায় আশ্চর্য্যরূপে আরোগ্য হয়

মূল্য— ৫৲ টাকা।

চ্যবনপ্রাশ

কাস-শ্বাস নাশক বলকর রসায়ন। চ্যবন ঋষি ইহা ব্যবহারে রোগমুক্ত হইয়া বার্দ্ধক্যে পুনরায় যৌবন লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই মহোপকারী রসায়নের নাম চ্যবনপ্রাশ। ইহা ব্যবহারে কাস, শ্বাস, ক্ষয়, হৃদ্রোগ, মেহ, রক্তপিত্ত, স্বরভঙ্গ, প্রভৃতি ও শিশুদিগের সর্দ্দি, কাসি, গণ্ডমালা প্রভৃতি আরোগ্য করিয়া শরীর সবল সুস্থ ও পরমায়ু বর্দ্ধক হয়। ফুস্‌ফুস ও কণ্ঠগত সর্ব্ববিধ রোগের নিরাময় কারী, রক্ত পরিষ্কারক, ও শোণিত কণিকা বর্দ্ধক, যকৃতের সুচারু ক্রিয়া কারক ও বল-বর্ণ-অগ্নি-পুষ্টি-কান্তি সম্পাদক, বার্দ্ধক্য জীবনের সহায়, সর্ব্ব ঋতুতে ব্যবহার্য্য। যাঁহারা বাজারের আমলকী পিণ্ড খাইয়া বিরক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে প্রকৃত চ্যবনপ্রাশ একবার ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি। মূল্য—এক পোয়া ২৷৷০ টাকা।

কুটজারিষ্ট

'রক্ত-রোধক অসীমগুণ সকলেই অবগত আছেন। ইহার সহিত আয়ুর্ব্বেদীয় রক্তামাশয় রক্তাতিসার ও গ্রহণী রোগ নাশক কতিপয় উপাদান সহযোগে সমধিক গুণ সম্পন্ন করিয়া প্রস্তুত হইয়া থাকে। ইহা সেবনে সর্ব্ববিধ শূলবেদনাসহ রক্ত বা আম সংযুক্ত অতিসার, গ্রহণী প্রভৃতি রোগ ৩।৪ দিন মধ্যে নির্দ্দোষ রূপে আরোগ্য হয়। যাঁহারা বহু ঔষধ সেবন করিয়াও আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা এই ঔষধের আরোগ্যকারী শক্তি দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন। রোগ যত দিনেরই পুরাতন হউক বা নূতন হউক, সর্ব্বাবস্থায় সর্ব্ববিধ জ্বর, শোথ, অজীর্ণ, রক্তহীনতা, গুহ্যদ্বার হইতে গোগল বাহির হওয়া, পুনঃপুনঃ রোগের আক্রমণ প্রভৃতি উপদ্রব সহ সত্বর আরোগ্য করে। অন্ত্রের যে কোন স্থানে ক্ষত হইয়া রক্তস্রাব হউক না কেন, ইহা প্রয়োগে মন্ত্র শক্তির ন্যায় আরোগ্য করিবে। মূল্য—১শিশি ২৲ টাকা।

বিরেচন জল

যাঁহাদের বহুদিবসের কোষ্ঠবদ্ধতা আছে, কোন ঔষধের দ্বারা দাস্ত পরিষ্কার হয় না, কঠিন গ্রন্থির ন্যায় মল নিঃসরণ হয়, বার্দ্ধক্যে মাংসপেশীর সঙ্কোচন শক্তির শৈথিল্য বশতঃ কোষ্ঠবদ্ধতা, বৃহৎ মল নিঃসরণ, উদরে ভার বোধ ও বায়ুসঞ্চিত থাকিয়া অক্ষুধা, অর্শ, অগ্নিমান্দ্য, শিরঃপীড়া, শিরোঘূর্ণন, বায়ুগুল্ম, হিষ্টিরিয়া প্রভৃতি উপদ্রব থাকিলে এই ঔষধে উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধতা (Constipation) যে অধিকাংশ রোগেরই মূল কারণ

তাহা চিকিৎসক সম্প্রদায় সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন এবং ভুক্তভোগী রোগী মাত্রেই তাহা বিশেষ রূপে অনুভব করিয়া থাকেন, যাহাতে প্রত্যহ সুচারুরূপে দাস্ত পরিষ্কার হয়, সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখা স্বাস্থ্যান্বেষী সকলেরই কর্ত্তব্য, এই ঔষধ প্রাতে ১ দাগ সেবন করিলে ২ ঘণ্টার মধ্যে সুন্দর কোষ্ঠ পরিষ্কার হইয়া অগ্নির দীপ্তিও শরীরের স্বচ্ছন্দতা আনয়ন করে।

মূল্য—১ শিঃ ১৲ টাকা।

মকরধ্বজ

মকরধ্বজের পরিচয় ঋষিগণের অধস্তন বংশধর ভারতবাসীর নিকট উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন। ইহার অনুপান ভেদে সর্ব্ব রোগহারিণী শক্তির পরিচয় পাশ্চাত্য চিকিৎসক বৃন্দ ও স্বীকার করিয়া থাকেন এবং নিঃসন্দেহে ব্যবহার করিতেছেন। কিন্তু অধুনা বাজারে যাহা সুলভে মকরধ্বজ বলিয়া বিক্রয় হয়, তাহা রসসিন্দুর মাত্র। উহা ব্যবহারে উপকার না হইয়া অনেক স্থানে অপকারই হইয়া থাকে, আমাদের মকরধ্বজ, পারদাদির যতপ্রকার শোধন আছে, সকলগুলি সম্পন্ন করিয়া স্বর্ণ সংযোগে অতি পরিশ্রমে ও যথেষ্ট অর্থব্যযে রোগারোগ্যের জন্য প্রস্তুত হয়। ইহা কলিকাতার নামধারী কবিরাজ দিগের ন্যায় কয়লার জ্বালে ৬ ঘণ্টায় প্রস্তুত নহে। আমাদের ঔষধ প্রস্তুতাগারে (২৪ পরগণার অন্তর্গত হালি-সহরে) নিমকাঠের অগ্নিতে ৩ রাত্রি ৩ দিন ব্যাপি জ্বাল দিয়া অতি যত্নের সহিত প্রস্তুত হয়, ঋষি বলিয়াছেন—

"যথা স্যাৎ জারণা বহ্বী তথা স্যাৎ গুণদো রসঃ"

মকরধ্বজের পাকে অধিক অগ্নি সংযোগ হইলে উহা অত্যধিক গুণ সম্পন্ন হয়, ইহা বর্ণে বর্ণে আমরা পালন করিয়া থাকি; আর সেই জন্যই আমাদের প্রস্তুত মকরধ্বজ সমধিক গুণশালী, প্রতি মাত্রায় ফলপ্রদ।

মকরধ্বজ অনুপান ভেদে সকল ধাতুতে সকল ঋতুতে আবাল বৃদ্ধ বনিতা সকলেই সর্ব্ববিধ রোগে ব্যবহার করিলে সম্পূর্ণ নিরাময় হইয়া সবল সুস্থ ও অব্যাহত স্বাস্থ্য হইতে পারিবেন। ইহা শরীরের সকল যন্ত্রের উপরেই কার্য্য করিয়া সবল ও কর্ম্মঠ করে, সুস্থ শরীরে বা বার্দ্ধক্য সময়ে ব্যবহারে অমৃততুল্য ফলদায়ক ও জীবনী শক্তিবর্দ্ধক এবং পরমায়ুর প্রকর্ষ সাধক হয়।

মূল্য —স্বর্ণ মকরধ্বজ	সপ্তাহ—	১৲ টাকা।
	ভরি—	১৬৲ টাকা।
যড়্গুণ বলিজারিত মকরধ্বজ	সপ্তাহ—	২৲ টাকা।
	ভরি—	৩২৲ টাকা।
সিদ্ধ মকরধ্বজ	সপ্তাহ—	২৷৹ টাকা।
	ভরি—	৮০৲ টাকা।
চন্দ্রোদয় ,,	সপ্তাহ—	২৲ টাকা।
সমগুণ ,,	,, —	১৲ টাকা।
জ্বরহর ,,	,,	১৲ টাকা।
দ্বিগুণ ,,	,, —	১৲ টাকা।
রস সিন্দুর ,,	,,	।০ আনা।



ইহা মূত্র পরীক্ষার ও মূত্র রোগ চিকিৎসার একখানি অভিনব গ্রন্থ। বঙ্গ-ভাষায় এরূপ গ্রন্থ আর কখন প্রকাশিত হয় নাই। কবিরাজি, এলোপ্যাথিক, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক সম্প্রদায় সকলেই মূত্র পরীক্ষার আবশ্যকতা স্বীকার করিয়া থাকেন। মূত্র পরীক্ষার দ্বারা যে বহুপ্রকার অজ্ঞাত রোগের মূল প্রকাশিত হইয়া পড়ে, তাহা সর্ব্বদাই পরিদৃষ্ট হয়। মূত্র পরীক্ষিত না হইলে অনেক রোগের একেবারেই চিকিৎসা হয় না। Bright's diseaseএ (মূত্র যন্ত্র রোগে) মূত্রে কত পরিমাণ অণ্ডনাল (Albumen) আছে, বহুমূত্র (Diabetes) রোগে মূত্রের সহিত কত শর্করা নির্গত হইতেছে, পাথরী রোগে পাথর খানি কি কি উপাদানে গঠিত, ইহা না জানিলে ঐ সকল রোগের সুচিকিৎসা হওয়া একেবারেই অসম্ভব। এই গ্রন্থে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যমতে মূত্র পরীক্ষার নিয়ম বিশদভাবে কথিত হইয়াছে। মূত্র কখন বা কিরূপে, কোন্ কোন্ পাত্রে ধরিতে হয় এবং কিরূপ ভাবে পরীক্ষা করিতে হয় তাহা সবিস্তারে বর্ণিত আছে। আয়ুর্ব্বেদীয় মতে কতকগুলি প্রচলিত দ্রব্যের সংযোগে পরীক্ষা করিয়া রোগটী বায়ু পিত্ত অথবা কফজ কিম্বা প্রমেহাদি রোগজ তাহা নির্ণয় করিয়া কবিরাজি ঔষধ প্রয়োগ বিধি লিখিত হইয়াছে এবং ডাক্তারি মতে কতকগুলি দ্রব্যের সংযোগে মূত্র কি উপায়ে পরীক্ষার জন্য অধিকক্ষণ রাখিতে পারা যায়ে, পরে সহজসাধ্য উপায় ও সহজপ্রাপ্য দ্রব্য সংযোগে কেমন করিয়া মূত্র পরীক্ষা করিলে, মূত্র হইতে এলবুমেন্, ফস্‌ফেট্, সুগার প্রভৃতি বাহির করা যায়, আর ঐ সকল পদার্থ হইতে কি কি রোগ উৎপন্ন হইতে পারে এবং তাহা এলোপ্যাথিক মতে ও হোমিওপ্যাথিক মতে কি কি ঔষধ প্রয়োগে আরোগ্য

হইতে পারে তাহা কথিত হইয়াছে। এই গ্রন্থখানি কবিরাজ, ডাক্তার, ছাত্র, গৃহস্থ প্রভৃতি সকলেরই সমানভাবে আবশ্যকীয়, এই গ্রন্থ একখানি গৃহে রাখিলে কথায় কথায় ৫৲ টাকা ফিঃ দিয়া আর চিকিৎসকের শরণাপন্ন হইতে হইবে না, ইহার সাহায্যে সকলেই সহজে মূত্র পরীক্ষা করিতে পারিবেন! মূল্য—১৲ টাকা।

দিবোদাস

যিনি বৈদ্যকুল-প্রদীপ, বীরকুল-মুকুট, জগতের গৌরব, স্বর্গের সুষমা; যিনি অশেষ শাস্ত্রের আধার, যাঁহার পুণ্যনাম প্রভাবে আজিও মানবমণ্ডলী ব্যাধিবিমুক্ত হয়; যে মহাত্মা একাধারে ভূপতি ভিষক্ ও রাজর্ষি ছিলেন; যাঁহার তপস্যা প্রভাবে ও প্রবল প্রতাপে দেবতাবৃন্দ ভীত, চকিত ও সন্ত্রস্ত হইতেন; যাঁহার মহামহিমোজ্জল গৌরবগাথা নিখিল পুরাণে, ঋকের মন্ত্রে, সামের ছন্দে প্রকটিত; যাঁহার করীন্দ্র-চন্দ্র-কুন্দ-মুকুন্দ-ক্ষীরোদ-নীরোপমা বিমলা-কীর্ত্তি সন্ততির অধিষ্ঠান,—সেই বারানসী ধাম এখনও বর্ত্তমান; যিনি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও অজিন আসনে আসীন থাকিয়া শিষ্যবৃন্দকে তাঁহারই অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহ ব্রহ্মা বিরচিত লক্ষ শ্লোকাত্মক আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইতেন; যে পুণ্যশ্লোক মনীষির মহামহিমা-মণ্ডিত সুশ্রুত আদি শত শত অন্তেবাসী অখিল জগতে বিশাল আয়ুর্ব্বেদের বিপুল প্রচার করিয়া জরামরণশীল ব্যাধি বিপর্য্যস্ত জীবসমূহকে অকাল মৃত্যু হইতে রক্ষা করিয়াছেন; সেই ভুবন বিদিত জগৎপূজিত দেববংশাবতংস প্রবল পরাক্রান্ত নরপতি দিবোদাস জন্মকাল হইতে স্বর্গারোহণ পর্য্যন্ত যে সকল অলৌকিক ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠান করিয়া ছিলেন, সেই সকল বিষয় পুরাণ, তন্ত্র ও সংহিতা নিচয় হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার সম্পূর্ণ জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। মূল্য—১৲ টাকা।

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধের বহুল প্রচারার্থ বিশুদ্ধ উপাদানে ও শাস্ত্র মতে প্রস্তুত

ঔষধ সমূহ যথাসম্ভব স্বল্পমূল্যে নির্দ্ধারিত হইয়াছে—

বৃহচ্ছাগলাদ্য ঘৃত (মেধা, কান্তি পুষ্টি ও শুক্রবৃদ্ধিকর)		১ সের	১৬৲
অমৃতপ্রাশ ঘৃত (ধাতুদৌর্ব্বল্য ও পুরুষত্বহানির মহৌষধ)		”	২৪৲
ব্রাহ্মীঘৃত (স্মৃতিশক্তি ও স্বরের উৎকর্ষ সাধক)		”	১৬৲
অশোকঘৃত (রক্তপ্রদর ও বাধকনাশক, লাবণ্য বৃদ্ধিকর)		”	১৬৲
মধ্যম নারায়ণ তৈল (উন্মাদ, মূর্চ্ছা, ও চিত্তচাঞ্চল্যহর)		”	১৬৲
মহাভৃঙ্গরাজ তৈল (মাথাধরা, মাথাঘোরা, ও স্মৃতিশক্তিহীনতায়)		”	১৬৲
শ্রীগোপাল তৈল (পুরুষত্বহানি, ধ্বজভঙ্গ ও বাজীকরণে)		”	৪০৲
দ্রাক্ষারিষ্ট (কাস-শ্বাসনাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক, বলকারক)		১ শিশি	১॥০
অশোকারিষ্ট (অতিরজঃ ও শ্বেত-রক্ত-পীত-প্রদর নাশক)		”	১॥০
পুনর্নবারিষ্ট (সর্ব্বপ্রকার শোথ ও উদরীরোগে)		”	১৲
পূর্ণচন্দ্ররস (মেহ প্রমেহ, স্বপ্নদোষ ও শুক্রগত রোগে)		১ সপ্তাহ	১৲
ভাস্কর লবণ (অম্ল, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য রোগে)		”	॥০
অষ্টাঙ্গ লবণ (অরুচি-অতিসার নাশক, ক্ষুধাবর্দ্ধক)		”	॥০
অর্ক লবণ	(প্লীহা ও যকৃৎ রোগে)		॥০
হিঙ্গ্বষ্টক চূর্ণ	(বাতাজীর্ণ রোগে)	”	॥০
ধাত্রী লৌহ	(অম্ল-পিত্তরোগে)	”	১৲
মহাশঙ্খবটী	(অম্ল-অতিসার রোগে)	”	১৲
কর্পূরাদিবটী	(সর্ব্ববিধ উদরাময়ে)	”	॥০
কর্পূরাদিচূর্ণ	(কলেরায়)	”	১৲

মহালক্ষ্মীবিলাস	(সর্দ্দি-কাসিতে)	"	॥০
মদনানন্দমোদক	(বাজীকরণে)	"	৶০
কামেশ্বর মোদক	(অজীর্ণ অতিসার রোগে)	"	॥০
জীরকাদি মোদক	(সূতিকা ও গ্রহণী রোগে)	"	১৲
শতাবরী মোদক	(গ্রহণী রোগে)	"	॥০
বজ্রক্ষার	(অজীর্ণ-অগ্নিমান্দ্য রোগে)	"	॥০
স্বর্ণপর্প টী	(গ্রহণী শোথ রোগে)	"	২৲
ক্রিমিঘ্নবটী	(সর্ব্ববিধ ক্রিমি রোগে)	"	১৲
রামবাণ	(আমাতিসারে)	"	॥০
শ্রীজয়মঙ্গল রস	(জীর্ণ ও বিষমজ্বরে)	"	৩৲
চন্দ্রপ্রভা	(অর্শ রোগে)	"	১৲
সরলভেদী বটী	(কোষ্ঠ পরিষ্কারক)	"	১৲
যোগরাজ গুগ্‌গুল	(বাতে)	"	১৲
শৃঙ্গারাভ্র	(কাস রোগে)	"	১৲
মহাশ্বাসারি লৌহ	(শ্বাস রোগে)	"	১৲
হৃদয়ার্ণব	(হৃদ্রোগে)	"	১৲
স্বর্ণ বঙ্গ	(প্রমেহে)	"	১৲
প্রদরান্তক লৌহ	(প্রদর রোগে)	"	১৲

ঠিকানা·

ম্যানেজার,

ধন্বন্তরি আয়ুর্ব্বেদ ভবন

৮৫ নং বিডন ষ্ট্রীট, কলিকাতা।